মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মে ২০১৮

১ জুন ২০১৮

১৯৯৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে *অধিকার* জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় নিরলসভাবে সংগ্রাম করে চলেছে। *অধিকার* বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি'কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। একটি গণভিত্তিক মানবাধিকার সংগঠন হিসেবে *অধিকার* রাষ্ট্রের হাতে সংঘটিত সমস্ত মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো তুলে ধরে জনগণকে সচেতন করা এবং আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার এর বিষয়ে প্রচারাভিযান চালানো, প্রতিবাদ জানানো এবং রাষ্ট্রকে মানবাধিকার লঙ্ঘন থেকে বিরত রাখার জন্য সব সময়ই সচেষ্ট থেকেছে। *অধিকার* দলমত নির্বিশেষে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার ভিকটিমদের পাশে দাঁড়ায় এবং ভিকটিমদের নিরাপত্তা ও ন্যায় বিচারের জন্য সচেষ্ট থাকে। ২০১৩ সাল থেকে শুরু হওয়া প্রচন্ড রাষ্ট্রীয় হয়রানি ও প্রতিবন্ধকতার মধ্যে থেকেও *অধিকার* ২০১৮ সালের মে মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করেছে। প্রতি মাসে অসংখ্য মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটলেও এই রিপোর্টে কিছু উল্লেখযোগ্য ঘটনাই শুধুমাত্র তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিবেদনে ব্যবহৃত তথ্যগুলো *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মী এবং জাতীয় দৈনিক পত্রিকা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে।

সূচীপত্র

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - মে ২০১৮ ....৪

ভূমিকা ৫

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড..৭

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব.. ৮

গুম ১০

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা ১১

কারাগারে মৃত্যু ১১

স্থানীয় সরকার নির্বাচন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন ১১

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন ১২

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন..১৩

রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন ১৮

রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা ১৯

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা ২১

নিবর্তনমূলক আইন ২২

ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন......................২৩

শ্রমিকদের অধিকার ২৩

নারীর প্রতি সহিংসতা..২৫

'বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭' বাল্য বিবাহের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে..২৬

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার ২৬

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন..২৬

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা ২৮

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা..২৯

সুপারিশ ৩১

মানবাধিকার লঙ্ঘনের পরিসংখ্যান: জানুয়ারি - মে ২০১৮

১-৩১ মে ২০১৮*								
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন			জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড	ক্রসফায়ার		১৮	৬	১৭	২৮	১৪৭	২১৬
	গুলিতে নিহত		১	১	০	০	০	২
	নির্যাতনে মৃত্যু		০	০	১	১	২	৪
	মোট		১৯	৭	১৮	২৯	১৪৯	২২২
গুম			৬	১	৫	২	১	১৫
কারাগারে মৃত্যু			৬	৫	৯	৭	৮	৩৫
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত		২	১	০	০	০	৩
	বাংলাদেশী আহত		৩	৫	১	০	০	৯
	বাংলাদেশী অপহৃত		২	০	০	৩	৪	৯
	মোট		৭	৬	১	৩	৪	২১
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	আহত		১২	৬	১	২	৩	২৪
	লাঞ্ছিত		১	৩	৩	০	০	৭
	হুমকির সম্মুখীন		২	১	৩	০	১	৭
	মোট		১৫	১০	৭	২	৪	৩৮
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত		৯	৫	৯	১১	১৩	৪৭
	আহত		৬১৯	৪২৪	৩৩৫	৪২৮	২৯৭	২১০৩
নারীর ওপর যৌতুক সহিংসতা			১২	১৬	১৫	২১	১১	৭৫
ধর্ষণ			৪৬	৭৮	৬৭	৬৯	৪৯	৩০৯
যৌন হয়রানীর শিকার			১৫	১৪	২৫	২৪	১৮	৯৬
এসিড সহিংসতা			২	১	৩	৪	২	১২
গণপিটুনীতে মৃত্যু			৫	৬	৮	২	৫	২৬
শ্রমিকদের পরিস্থিতি	তৈরি পোশাক শিল্প	নিহত	০	০	১	০	১	২
		আহত	২০	০	৪০	০	৩৫	৯৫
	অন্যান্য কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক	নিহত	৯	১১	৭	৮	১৬	৫১
		আহত	৮	৪	০	৩	৪	১৯
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)- এ গ্রেফতার **			২	১	০	০	৩	৬

* *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

** সরকারের উচ্চ পর্যায়ের ব্যক্তি ও তাঁদের পরিবারের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দেবার কারণে এঁদের গ্রেফতার করা হয়।

ভূমিকা

১. এই প্রতিবেদনে ২০১৮ সালের মে মাসের মানবাধিকার পরিস্থিতির ওপর আলোকপাত করা হয়েছে। বর্তমান সরকারের দমনমূলক নীতির কারণে ২০০৯ সাল থেকে বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতি ছিল অবনতিশীল, যা ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে অবৈধভাবে একটি সরকার প্রতিষ্ঠায় ভূমিকা রাখে। এর ফলে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ব্যাপকতা বজায় থাকে। ২০১৮ এর ডিসেম্বরে ১১তম জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে মানবাধিকার লঙ্ঘন অব্যাহত রয়েছে। ২০১৪ সালের প্রহসনমূলক দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের[১] মাধ্যমে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয়বারের মতো ক্ষমতায় আসার পর একটি অদ্ভুত সংসদ গঠিত হয় যেখানে সাবেক স্বৈরশাসক লেঃ জেঃ এইচ এম এরশাদের জাতীয় পার্টি একাধারে বিরোধীদল ও সরকারের অংশীদার হয়। প্রহসনমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসায় জবাবদিহিতাবিহীন সরকার লাগামহীনভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘন করে ভয়ের পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। গত ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘ মানবাধিকার কাউন্সিলের সার্বজনীন নিয়মিত পর্যালোচনা বা ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউর[২] তৃতীয় দফার আলোচনাতে গুম ও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং সেগুলোর বিচারহীনতার বিষয়টি বাংলাদেশের মানবাধিকার পরিস্থিতির পর্যালোচনায় সবচেয়ে বেশি উদ্বেগের বিষয় হিসেবে উঠে আসে। তবে গুমের বিষয়ে শুরু থেকেই সরকার অস্বীকার করে আসছে। ২০১৩ সালে দ্বিতীয় ইউপিআরে তৎকালিন বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী দীপু মনি বলেছিলেন, বাংলাদেশে গুম বলে কোন কিছুর অস্তিত্ব নেই। এবার ইউপিআরএ বাংলাদেশের পক্ষে নেতৃত্বদানকারী আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বাংলাদেশে প্রায়শই: গুমের ঘটনা ঘটছে এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করেন। আইনমন্ত্রী বলেন, অপহরণের ঘটনাগুলো গুম হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। সমস্ত নিখোঁজের ঘটনাগুলোকে গুম হিসেবে আখ্যা দেয়ার একটি প্রবণতা চলছে এবং এটি ইচ্ছাকৃতভাবে সরকারের ভাবমূর্তি ও তার অর্জনকে ম্লান করার উদ্দেশে করা হচ্ছে। অনেক ঘটনার ক্ষেত্রে ভিকটিমরা ফিরে এসেছেন তথা-কথিত গুমের ঘটনাকে মিথ্যা প্রমাণিত করে। এদিকে গুম থেকে সবার সুরক্ষার বিষয়ে আন্তর্জাতিক সনদ স্বাক্ষরের বিষয়ে বাংলাদেশ সম্মত হয়নি। গুম ছাড়াও মতপ্রকাশের স্বাধীনতা, সাংবাদিক ও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর হামলা ও হুমকি, ভিন্নমতের অনুসারীদের রাজনৈতিক অধিকার, নিবর্তনমূলক আইন - তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন এবং প্রস্তাবিত ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের নিবর্তনমূলক ধারাগুলো নিয়ে বিভিন্ন দেশ উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। আগামী ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় সংসদ

[১] প্রধান দুটি রাজনৈতিক দল (বিএনপি এবং আওয়ামী লীগ) পরস্পরের প্রতি ক্রমাগত বিদ্বেষ, অবিশ্বাস ও সহিংসতার ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগ বিরোধীদলে থাকাকালীন ১৯৯৪ থেকে ১৯৯৬ সাল পর্যন্ত সময়ে তাদের নেতৃত্বাধীন জোট ও জনগণের আন্দোলনের ফলশ্রুতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা সংবিধানের ত্রয়োদশ সংশোধনীর মাধ্যমে সংযোজিত হয় যা ব্যাপক জন সমর্থন লাভ করে। অথচ ২০১১ সালে কোন রকম গণভোট ছাড়াই এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর সমস্ত প্রতিবাদ উপেক্ষা করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থা বাতিল করার মধ্যে দিয়ে সংবিধানে পঞ্চদশ সংশোধনী এনে আওয়ামী লীগ দলীয় সরকারের অধীনে জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার বিধান বলবৎ করে। এর ফলে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি'র দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচন প্রায় সমস্ত রাজনৈতিক দলের বর্জন সত্ত্বেও একতরফাভাবে অনুষ্ঠিত হয় এবং ১৫৩ জন সংসদ সদস্য ভোটগ্রহণের আগেই বিনাপ্রতিদ্বন্দ্বিতায় নির্বাচিত হন।

[২] বাংলাদেশ সরকারের প্রদত্ত প্রতিবেদন, জাতিসঙ্ঘের বিভিন্ন সংস্থার মানবাধিকার বিশেষজ্ঞদের প্রতিবেদন এবং বাংলাদেশের জাতীয় মানবাধিকার কমিশন, আন্তর্জাতিক,আঞ্চলিক ও দেশীয় মানবাধিকার সংস্থা ও নাগরিক সমাজের প্রতিনিধিদের দেয়া তথ্যের ভিত্তিতে এই পর্যালোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

নির্বাচন যাতে অবাধ, সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয় সেই বিষয়েও আলোকপাত করে যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, জাপানসহ কয়েকটি দেশ।

২. ১৫ থেকে ৩১ মে পর্যন্ত মাদকবিরোধী অভিযানের নামে ১২৭ জন ব্যক্তিকে বিচারবহির্ভূতভাবে হত্যা করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সময় বিরোধীদলের সভা-সমাবেশের অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে এবং ঢালাওভাবে বিভিন্ন অজুহাতে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের গ্রেফতার করা হয়েছে। অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীদের অর্ন্তকলহ ও দুর্বৃত্তায়ন বরাবরের মতোই ছিল দৃশ্যমান। সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতা-কর্মীদের ওপর সরকারের চাপ বলবৎ ছিল। এমনকি ৪ জন আন্দোলনকারীকে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ নেতারা হত্যারও হুমকি দিয়েছে।

৩. মূলত: গণতান্ত্রিক শাসনের প্রধান উপাদান নির্বাচনী ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে গেছে ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির প্রহসনমূলক নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে এবং নির্বাচন কমিশন সরকারের আজ্ঞাবহ প্রতিষ্ঠান হিসেবে নির্বাচনগুলো প্রহসনে পরিণত করে জনগণের আস্থা হারিয়েছে। এই মাসে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশনসহ অনেকগুলো স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদল আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল, জাল ভোট প্রদান ও বিরোধীদলের মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অনিয়মের ঘটনা ঘটলেও নির্বাচন কমিশন 'নির্বাচন সুষ্ঠু' হয়েছে বলে সরকারের সঙ্গে সুর মিলিয়েছে।

৪. মে মাসেও শ্রমিকদের অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে এবং পোশাক শিল্পের শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে বিক্ষোভ করলে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা তাঁদের ওপর আক্রমণ করেছে। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার অভাবে দেশে যে চরম দুঃশাসন চলছে, তার ফলে দুর্নীতি ব্যাপক বিস্তার লাভ করেছে এবং দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করার অভিযোগ রয়েছে সরকার সংশ্লিষ্ট প্রভাবশালী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে। কিন্তু এই সব ক্ষেত্রে দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যকর কোনোই ভূমিকা রাখেনি। নারীর ওপর সহিংসতা ব্যাপকভাবে মে মাসেও অব্যাহত ছিল। এই সময় নারীরা বিভিন্ন ধরনের সহিংসতার শিকার হন। এছাড়া বাল্য বিয়ে সহায়ক ১৯ ধারাটি এখনও 'বাল্য বিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭'তে সংযুক্ত আছে। বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসী মনোভাবের কোনো পরিবর্তন ঘটেনি এবং ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের যে প্রতিরক্ষা চুক্তি সই হয়েছে, তা বাংলাদেশের ক্ষতির কারণ হতে পারে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মিয়ানমারের রাখাইনে সংখ্যালঘু রোহিঙ্গা মুসলিমদের ওপর চালানো গণহত্যা ও নৃশংসতার কারণে বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গারা বর্তমানে ঝড়, বন্যা ও ভূমিধ্বসে প্রাণহানিসহ মারাত্মক মানবিক বিপর্যয়ের ঝুঁকিতে রয়েছেন।[৩] মে মাসেও মানবাধিকার কর্মীদের ওপর নজরদারী এবং তাঁদের কাজে বাধা দেয়ার অব্যাহত রয়েছে।

---

[৩] Rohingya camps impede movement of wild elephants in Cox's Bazar / ঢাকাট্রিবিউন ৭ এপ্রিল ২০১৮/ http://www.dhakatribune.com/bangladesh/2018/04/07/rohingya-camps-impede-movement-wild-elephants-coxs-bazar/

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

৫. দুর্বল ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থা ও রাষ্ট্র কর্তৃক হত্যাকারীদের দায়মুক্তির সুযোগে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে। এছাড়া অনেক ক্ষেত্রে ঘটনার সঙ্গে যুক্ত মূল অপরাধীকে আড়াল করার জন্যও বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনা ঘটছে।

৬. বর্তমান সরকার আনুষ্ঠানিকভাবে 'মাদকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' ঘোষণা করেছে। গত ৩ মে প্রধানমন্ত্রী র‍্যাবকে 'জঙ্গিবিরোধী' অভিযানের মতোই মাদকবিরোধী অভিযানে নামতে নির্দেশ দেন। প্রধানমন্ত্রী বলেছেন, "আমরা সমস্ত আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী, গোয়েন্দা সংস্থা এবং র‍্যাবকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছি। যেখানেই মাদক, সেখানেই কঠোর ব্যবস্থা নেয়া হবে এবং সেই কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছি।"[৪] গত ১৫ মে থেকে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী অভিযানে বন্দুকযুদ্ধের ঘটনা শুরু হয় এবং এরপর থেকে মাদকবিরোধী অভিযানে 'বন্দুকযুদ্ধে' মৃত্যুর ঘটনা বেড়েই চলেছে। ১৫ মে থেকে ৩১ মে ২০১৮ পর্যন্ত মাদক নির্মূল করার অভিযানের নামে ১২৭ জন ব্যক্তি বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। র‍্যাব ও পুলিশের দাবি নিহতরা সবাই মাদক ব্যবসায়ী। কিন্তু কিছু কিছু নিহতের স্বজনরা বলেছেন যে, নিহত ব্যক্তি মাদক ব্যবসার সঙ্গে জড়িত নন। কথিত বন্দুকযুদ্ধে নিহতদের মধ্যে চট্টগ্রামে হাবিবুর রহমান নামে একজন সবজি বিক্রেতা যিনি ভুল ক্রমে হত্যা করা হয়েছে[৫] বলে পরিবার দাবি করেন। এছাড়া নেত্রকোনায় আমজাদ হোসেন নামে একজন ছাত্রদল কর্মীকে[৬] ও ঝিনাইদহে রফিকুল ইসলাম নামে একজন যুবদল নেতাকে[৭] হত্যা করা হয়েছে বলে পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগ পাওয়া গেছে। রাজনৈতিক কারণে তাঁদেরকে হত্যা করা হয়েছে বলে বিএনপি দাবি করেছে।[৮] বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের বিরুদ্ধে মানবাধিকার সংস্থা সমূহের সমালোচনার মধ্যেই কিছু কিছু ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা দাবি করেছে যে, মাদক ব্যবসায়ীদের দুই পক্ষের মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে' কয়েকজন মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। কিন্তু যেখানে মাদকবিরোধী এই অভিযানের নামে হত্যাযজ্ঞ চলছে এবং ১০ হাজারের বেশী মানুষকে আটক করা হয়েছে এবং মাদক ব্যবসায়ীরা নিজ এলাকা থেকে অন্যত্র পালিয়ে যাবার খবর বের হয়েছে সেখানে মাদক ব্যবসায়ীদের নিজেদের মধ্যে বন্দুকযুদ্ধের মাধ্যমে নিহত হবার বিষয়টি প্রচার করা আইন প্রয়োগকারী সংস্থার একটি নতুন ধরনের কৌশল বলে ধরে নেয়া যায়।[৯]

৭. ***অধিকার* এর তথ্যানুযায়ী মে মাসে ১৪৯ জন র‍্যাব, পুলিশ, ডিবি পুলিশ এবং কোস্ট গার্ডের হাতে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার ১৪৯**

[৪] মাদক সমস্যা; নির্বিচার 'বন্দুকযুদ্ধ' ফল দেবে না/ প্রথম আলো, ২২ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/opinion/article/1494091/

[৫] Ctg 'shootout' victim Habib was detained and killed: Family / দি ডেইলি অবজারভার, ২০ মে ২০১৮/ www.observerbd.com/details.php?id=138675

[৬] 'বন্দুকযুদ্ধ' চলছেই/ মানবজমিন, ২৩ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=118520&cat=2/

[৭] *অধিকার* এর সাথে সংশ্লিষ্ট ঝিনাইদহের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[৮] 'বন্দুকযুদ্ধ' চলছেই/ মানবজমিন, ২৩ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=118520&cat=2/

[৯] মুন্সিগঞ্জ পুলিশের দাবি গত ২৯ মে দুই দল মাদক ব্যবসায়ীর মধ্যে 'বন্দুকযুদ্ধে' সুমন বিশ্বাস নামে এক মাদক ব্যবসায়ী নিহত হয়েছেন। কিন্তু সুমনের বড় বোন নূরজাহান বেগম *অধিকারের* কাছে অভিযোগ করেন গত ২৮ মে সদর থানার বাঁশতলা পানির ট্যাঙ্কির কাছ থেকে সুমনকে সাদা পোশাকের কয়েকজন পুলিশ আটক করে মারধর করে এবং হাতিমারা পুলিশ ফাঁড়ির এস আই শামিমের কাছে তাঁকে হস্তান্তর করে। তারা পরে সুমনের খোঁজে পুলিশ ফাঁড়িতে এবং মুন্সিগঞ্জ সদর থানায় গেলে পুলিশ তাঁর আটকের বিষয়টি অস্বীকার করে। গত ২৯ তারিখ তারা জানতে পারেন সুমন নিহত হয়েছে।

জনের মধ্যে ১৪৭ জন ক্রসফায়ারে নিহত হয়েছেন। এছাড়াও এইসময়ে ২ জন পুলিশ ও ডিবি পুলিশের নির্যাতনে মারা গেছেন। নিহত ১৪৯ জনের মধ্যে ১ জন যুবদল নেতা, ১ জন ছাত্রদল কর্মী, ১ জন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টির (লাল পতাকা)'র নেতা, ১ জন ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, ১ জন ওয়ার্ড কাউন্সিলর, ১ জন নিরাপত্তা কর্মী, ১ জন সবজি বিক্রেতা, ৩ জন হত্যা মামলার সন্দেহভাজন আসামী, ২ জন বিভিন্ন মামলার অভিযুক্ত আসামী এবং ১৩৭ জন কথিত অপরাধী ও মাদক ব্যবসায়ী।

● গত ৯ মে রাত আনুমানিক ৯.৩০ টায় ঢাকার বাড্ডায় অবস্থিত জাগরনী ক্লাবের ভেতরে আব্দুর রাজ্জাক বাবু নামে এক ব্যক্তিকে খুন করে পালিয়ে যাওয়ার সময় এলাকাবাসী সাফায়াত তামরিন রনি নামে এক যুবককে পুলিশের হাতে ধরিয়ে দেন। এর কয়েক ঘন্টা পরই পুলিশের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' রনি নিহত হন। এই হত্যাকাণ্ডের মূল ব্যক্তিকে আড়াল করতে পুলিশ 'বন্দুকযুদ্ধে'র নামে রনিকে হত্যা করেছে বলে নিহত বাবুর স্বজনরা ধারনা করছেন।[১০] ● গত ১৭ মে গভীর রাতে চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার শিবগঞ্জ এলাকায় র‌্যাব-৫ সদস্যদের সঙ্গে কথিত 'বন্দুকযুদ্ধে' আবদুল আলীম নামে এক ব্যক্তি নিহত হয়েছেন। র‌্যাব বলেছে আবদুল আলীম শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী ছিলেন। আবদুল আলীমের স্ত্রী মতিয়ারা বেগম জানান, গত ১৭ মে রাতে তাঁর স্বামী চায়ের দোকানে চা পান করার সময় সাধারণ পোশাকে থাকা কয়েক ব্যক্তি তাঁকে মাইক্রোবাসে তুলে নিয়ে যায়।[১১] ● গত ২১ মে টঙ্গীতে রিয়াজুল ইসলাম নামে একজন সন্দেহভাজন মাদক ব্যবসায়ী পুলিশের সঙ্গে কথিত বন্দুকযুদ্ধে মারা যান। এদিকে রিয়াজুলকে ছেড়ে দেয়ার পরিবর্তে তাঁর পরিবারের কাছ থেকে দুই দফায় পুলিশ ৮ লাখ টাকা ঘুষ নিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে। ভিকটিমের মা পারভীন বেগম বলেন, "তারা একটি সাদা কাগজে আমার স্বাক্ষর নেয়ার পর আমার ছেলেকে ছেড়ে দেয়।" পরবর্তীতে টঙ্গী থানার এএসআই আবু বক্কর সিদ্দিকী রিয়াজুলকে পুনরায় আটক করে আরো ১ লাখ টাকা দাবি করে। যখন তাঁর স্বামী টাকা আনতে যান তখন তাঁরা জানতে পারেন যে রিয়াজুল 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত হয়েছে। এই ঘটনা তদন্তে পুলিশের অতিরিক্ত উপ-মহাপরিদর্শক আনোয়ার হোসেন এর নেতৃত্বে ৩ সদস্য বিশিষ্ট একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে।[১২]

নির্যাতন ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার জবাবদিহিতার অভাব

৮. পুলিশের বিরুদ্ধে সাধারণ মানুষকে নির্যাতন, হয়রানি, চাঁদা আদায় এবং হামলা করার অনেক অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীকে ব্যবহার করে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার কারণে এইসব বাহিনীর সদস্যরা দায়মুক্তি ভোগ করছেন। ২০১৬ সালের ১০ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ কাউকে বিনা পরোয়ানায় গ্রেফতার এবং রিমান্ডে নেয়ার বিষয়ে আইন প্রয়োগকারী সংস্থা ও বিচার বিভাগীয়

[১০] ব্যবসায়ী খুনের সন্দেহভাজন 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত/ প্রথম আলো, ১১ মে ২০১৮

[১১] র‌্যাবের সঙ্গে 'বন্দুকযুদ্ধে' মাদক ব্যবসায়ী নিহত/ প্রথম আলো, ১৯ মে ২০১৮

[১২] BRIBERY ALLEGATION AGAINST POLICE; Addl DIG visits 'gunfight' victim's house / ডেইলি স্টার, ২৪ মে ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/city/addl-dig-visits-gunfight-victims-house-1580878

কর্মকর্তাদের জন্য ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা[১৩] প্রণয়ন করে দিলেও আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা সেটা মানছেন না। পুলিশ রিমান্ডে নির্যাতন এবং অমানবিক আচরণের কারণে আটককৃতদের হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটছে। মানবাধিকার কর্মীদের অব্যাহত দাবীর কারণে ২০১৩ সালে 'নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন' পাস হয়েছিল। কিন্তু বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মূলতঃ ভয়ে ও চাপের কারণে নির্যাতিত ব্যক্তি বা ব্যক্তির পরিবার এই আইনে মামলা করতে পারছেন না বা মামলা হলেও তা বিচারের মুখ দেখছে না।

গত ৬ মে ঢাকা মহানগর গোয়েন্দা পুলিশ (পশ্চিম) এর পরিদর্শক মাহবুব এর নেতৃত্বে একটি টিম তাঁদের হেফাজতে থাকা আশরাফ আলী (৪৫) নামে এক গাড়িচালককে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। এক প্রবাসীর নিখোঁজের ঘটনা তদন্ত করতে তাঁকে আটক করা হয়েছিল বলে পুলিশ জানায়। নিহত আশরাফের শরীরের বিভিন্ন জাযগায় আঘাতের চিহ্ন ছিল। হাসপাতালের জরুরি বিভাগ সূত্রে জানা যায়, আশরাফের মৃত্যুর ঘটনা ধামাচাপা দেয়ার চেষ্টা করেন গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা। তাঁরা চিকিৎসককে বলেন, এটা স্বাভাবিক মৃত্যু। তাঁরা যে পুলিশের সদস্য সেটাও তাঁরা গোপন করেন।[১৪] ঢাকা মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের প্রধান সোহেল মাহমুদ বলেন,"নিহতের দুই পায়ে জখমের চিহ্ন রয়েছে"।[১৫] নিহত আশরাফের স্ত্রী নাসিমা আক্তার অধিকারকে বলেন, ডিবি হেফাজতে নির্যাতনের কারণেই তাঁর স্বামীর মৃত্যু হয়েছে।[১৬]

রাজধানীতে ডিবি পুলিশের হেফাজতে মারা যাওয়া আশরাফ আলী ওরফে আসলাম। ছবিঃ যুগান্তর ৮ মে ২০১৮

[১৩] ১৯৯৮ সালের ২৩ জুলাই ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের ছাত্র শামীম রেজা রুবেলকে ৫৪ ধারায় গ্রেফতারের পরদিন ডিবি কার্যালয়ে তাঁর মৃত্যু হয়। এই ঘটনায় বাংলাদেশ লিগ্যাল এইড অ্যান্ড সার্ভিসেস ট্রাস্ট (ব্লাস্ট) ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ও ১৬৭ ধারা চ্যালেঞ্জ করে হাইকোর্টে রিট করে। ২০০৩ সালে হাইকোর্ট এক রায়ে ৫৪ ও ১৬৭ ধারার কিছু বিষয় সংবিধানের কয়েকটি অনুচ্ছেদের সঙ্গে সাংঘর্ষিক ঘোষণা করেন। ৫৪ ধারায় গ্রেফতার ও হেফাজতে নিয়ে জিজ্ঞাসাবাদে প্রচলিত বিধি ছয়মাসের মধ্যে সংশোধন করতে বলেন। এই রায়ের বিরুদ্ধে রাষ্ট্রপক্ষের করা আপিল খারিজ করে দেন আপিল বিভাগ এবং পরবর্তীতে ১৯ দফা নির্দেশনা সংবলিত একটি নীতিমালা প্রনয়ন করে দেন।

[১৪] ডিবি হেফাজতে থাকা আসামির মৃত্যু/ প্রথম আলো, ৭ মে ২০১৮

[১৫] DEATH IN DB CUSTODY; Injury marks found in victim's legs / নিউ এজ, ৮ মে ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/40665/injury-marks-found-in-victims-legs

[১৬] *অধিকার* এর সংগৃহীত তথ্য

গুম

৯. গুমের এমন অনেক ঘটনা রয়েছে যা ঘটার পর স্বজনদের ওপর আইন প্রয়োগকারী সংস্থার বিভিন্ন ধরনের চাপ থাকায় তা গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয় না। প্রতি বছর মে মাসের শেষ সপ্তাহে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে গঠিত সংগঠনগুলো বিশ্বের বিভিন্ন দেশে গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন করে।[১৭] এই সপ্তাহ পালন উপলক্ষে ২৬ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের স্বজনরা তাঁদের প্রিয়জনদের ঈদের আগে ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। ২৮ মে পিরোজপুর প্রেসক্লাবে গুম হয়ে যাওয়া কুষ্টিয়া ইসলামিক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আল-মুকাদ্দাসের পরিবারের সদস্যরা তাঁদের ফিরে পাবার দাবিতে সংবাদ সম্মেলন ও মানববন্ধন করেন। এছাড়া ২৬ এবং ২৯ মে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার কর্মীরা খুলনা, নারায়ণগঞ্জ এবং রাজশাহীতে আলোচনা সভার আয়োজন করেন।

গুমের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক সপ্তাহ পালন উপলক্ষে অধিকার গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ২৬ মে ঢাকার জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে গুম হওয়া ব্যক্তিদের ফিরে পাবার দাবিতে মানববন্ধন কর্মসূচি পালন করেন। ছবিঃ অধিকার

১০. *অধিকার এর* তথ্য মতে ২০১৮ সালের ১ জানুয়ারি থেকে ৩১ মে মাস পর্যন্ত এই পাঁচ মাসে ১৫ জনকে আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর থেকে তাঁদের গুম হওয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে। যাদের মধ্যে ১ জনের লাশ পাওয়া গেছে, ৫ জন ফিরে এসেছে এবং ৬ জনকে গ্রেফতার দেখানো হয়েছে। ৩ জনের এখনও পর্যন্ত খোঁজ পাওয়া যায়নি।

[১৭] গুমের বিরুদ্ধে এই সপ্তাহটি ১৯৮১ সালে গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্বজনদের নিয়ে গড়ে ওঠা ফেডারেশন অফ অ্যাসোসিয়েসন অফ রিলেটিভস অফ ডিসএ্যাপিয়ার্ড ডিটেইনিস (FEDEFAM) নামের দক্ষিণ আমেরিকার একটি সংগঠন প্রথম পালন করা শুরু করে। এরপর থেকেই গুম হয়ে যাওয়া ব্যক্তিদের স্মরণে গণমানুষের সংগঠনগুলো পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সপ্তাহটি পালন করে আসছে। ল্যাটিন আমেরিকার বহু দেশে একনায়কতান্ত্রিক শাসনের অধীনে অনেকেই গুম হয়েছিলেন। তখন সপ্তাহটি পালন করার আরেকটি উদ্দেশ্য ছিল গুমের বিরুদ্ধে প্রচারণাকে ত্বরাণ্বিত করা।

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা

১১. জীবনের নিরাপত্তা সংক্রান্ত সাংবিধানিক সুরক্ষা এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সম্পর্কিত আন্তর্জাতিক সনদের ৬ অনুচ্ছেদে সুস্পষ্টভাবে বর্ণিত থাকার পরও অনেকেরই গণপিটুনিতে মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়া, আইনের সঠিক প্রয়োগের অভাবে এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার প্রতি অবিশ্বাস ও সামাজিক অস্থিরতার কারণে দেশে অপরাধী সন্দেহে গণপিটুনি দিয়ে মানুষদের হত্যা করা হচ্ছে।

১২. **২০১৮ সালের মে মাসে গণপিটুনিতে ৫ নিহত হয়েছেন।**

কারাগারে মৃত্যু

১৩. কারাগার কর্তৃপক্ষের গাফিলতির কারণে এবং চিকিৎসার ব্যবস্থা না থাকায় আটক বন্দিদের মৃত্যু ঘটছে বলেও অভিযোগ রয়েছে। এছাড়া কারাগারে বন্দিরা কারা কর্তৃপক্ষের হাতে নানা ধরনের নির্যাতনের সম্মুখিন হয়ে মৃত্যুবরণ করেন বা অনেকে আত্মহত্যা করেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

১৪. ***অধিকার*** **এর তথ্য মতে মে মাসে ৮ জন কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন। এদের মধ্যে ৭ জন 'অসুস্থতাজনিত' কারণে এবং ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।**

গত ১৬ মে নড়াইল জেলা কারাগারে আব্দুল করিম নামে একজন হাজতি মারা গেছেন। কারা কর্তৃপক্ষ তাঁর মৃত্যুকে আত্মহত্যা বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু ডান্ডাবেড়ি অবস্থায় আবদুল করিম কিভাবে আত্মহত্যা করলেন তা নিয়ে জনমনে প্রশ্ন রয়েছে।[১৮]

স্থানীয় সরকার নির্বাচন, রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন

১৫. বিতর্কিত রকিব কমিশন এর পর কে এম নূরুল হুদার[১৯] নেতৃত্বাধীন কমিশনও বিতর্কিত হয়ে পড়েছে। নির্বাচনে কেন্দ্র দখল ও ভোট ডাকাতির ঘটনা বন্ধে কার্যকর ভূমিকা না রাখার পাশাপাশি নির্বাচন নিয়ে আইনী লড়াইয়ে শিথিল মনোভাব প্রদর্শন করতে দেখা যাচ্ছে নির্বাচন কমিশনকে। তাদের এই আচরনের কারণে গত ফেব্রুয়ারিতে তফসিল ঘোষণার পরও ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের মেয়র পদে উপনির্বাচন স্থগিত হয়ে যায়। একইভাবে গত ১৫ মে হাইকোর্টের নির্দেশে গাজীপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন স্থগিত হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগ আগামী ২৮ জুনের মধ্যে নির্বাচন করার নির্দেশ দিলে নির্বাচন কমিশন ২৬ জুন নির্বাচনে ভোট গ্রহণের দিন ধার্য্য করে।[২০]

---

[১৮] নড়াইলে কারাগারে হাজতির রহস্যজনক মৃত্যু!/ যুগান্তর ১৮ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/bangla-face/49906

[১৯] ২০১৭ এর ফেব্রুয়ারিতে বিতর্কিত কাজী রকিবউদ্দিন নেতৃত্বাধীন রকিব কমিশনের মেয়াদ শেষ হলে রাষ্ট্রপতি কে এম নুরুল হুদাকে প্রধান নির্বাচন কমিশনারসহ পাঁচজন কমিশনার নিয়োগ দেন।

[২০] গাজীপুর সিটিতে ভোটগ্রহণ ২৬ জুন/ নয়াদিগন্ত, ১৪ মে ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/318283

ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন

১৬. গত ৭ মে নরসিংদী জেলার মাধবদী উপজেলার নুরালাপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচন এবং ১৫ মে অনুষ্ঠিত দেশের ১৫টি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচনের অধিকাংশতেই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকদের বিরুদ্ধে জাল ভোট, কেন্দ্র দখল ও বিরোধীদল মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ বিভিন্ন অভিযোগ পাওয়া গেছে। যেমন ৭ মে নির্বাচন সকাল ৮ টায় শুরু হওয়ার পরপরই ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থী খাদেমুল ইসলামের সমর্থকরা বেশীরভাগ কেন্দ্রেই নির্বাচনী কর্মকর্তা এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের সামনে নৌকা মার্কায় সিল মারে। নির্বাচন চলাকালে ১১ টায় বর্তমান চেয়ারম্যান এবং বিএনপি মনোনীত প্রার্থী আবু সালেহ সংবাদ সম্মেলন করে নির্বাচন বর্জনের ঘোষণা দেন।[২১] ১৫ মে ঝালকাঠি জেলার পোনাবালিয়া ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে সকাল ৯ টার মধ্যে প্রতিটি কেন্দ্র থেকে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দিয়ে কেন্দ্রগুলো বহিরাগতরা দখল করে নিয়ে ভোটারদের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে নৌকা মার্কায় সিল মারে। চাঁদপুর জেলার হাজীগঞ্জ উপজেলার দ্বাদশগ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে ৯টি কেন্দ্রই দখল করে নেয় আওয়ামী লীগ মনোনীত চেয়ারম্যান প্রার্থীর সমর্থকরা। ভোলার চরফ্যাশন উপজেলার মুজিবনগর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর সমর্থকরা প্রকাশ্যে ব্যালটে সিল মারে এবং জাল ভোট দেয়।[২২]

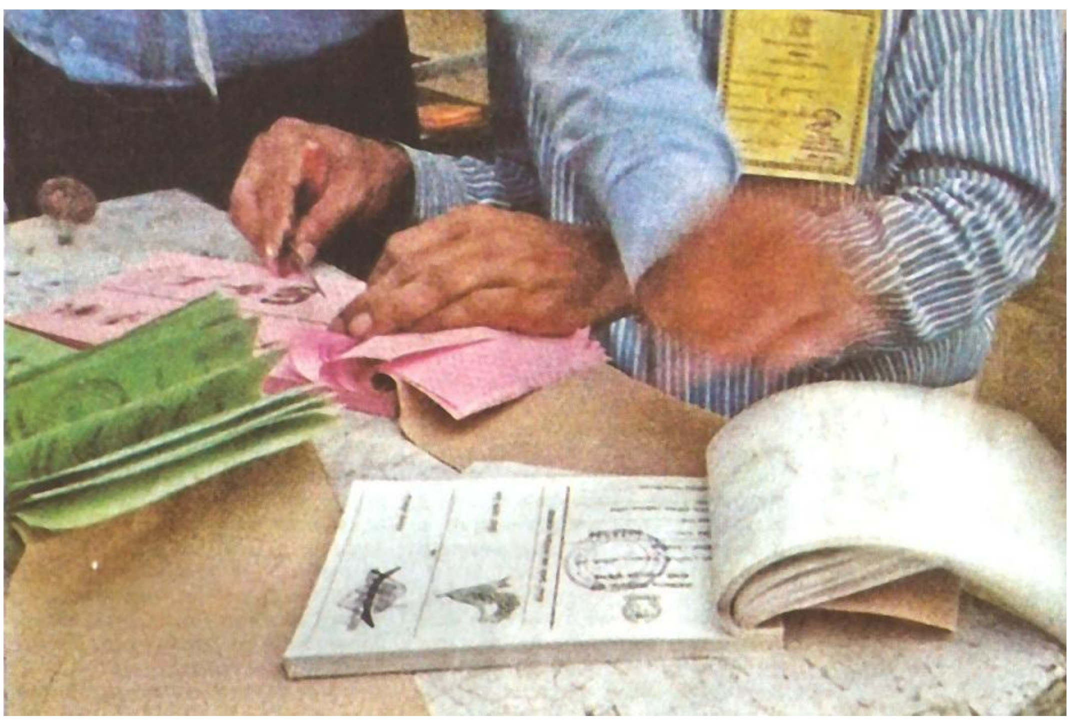

রাইনাদী সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগ মনোনীত প্রার্থীর প্রতীকে (নৌকা) সিল মারা ব্যলট। ছবিঃ প্রথম আলো ৮ মে ২০১৮

---

[২১] কেন্দ্র দখল, ব্যালট ছিনতাই, মাধবদীতে বিএনপি প্রার্থীর ইউপি নির্বাচন বর্জন/ নয়াদিগন্ত, ৮ মে ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/316589

[২২] ১৫ ইউপিতে উপনির্বাচন, আ'লীগের চেয়ারম্যান ৬ বিএনপির ১, স্বতন্ত্র ৩/ যুগান্তর, ১৬ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/49196

খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন

১৭. গত ১৫ মে অনুষ্ঠিত খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট প্রদান ও বিরোধী প্রার্থীর এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ ব্যাপক অনিয়ম ও কারচুপির অভিযোগ পাওয়া যায়। নির্বাচনের আগে থেকেই পুলিশ বিএনপি'র নেতা-কর্মীদের গণগ্রেফতার, বাড়িতে বাড়িতে যেয়ে হুমকিসহ বিভিন্নভাবে হয়রানি করেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই সমস্ত ব্যাপারে বিএনপি'র মনোনীত প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু দফায় দফায় নির্বাচন কমিশনে অভিযোগ করলেও নির্বাচন কমিশন এই ব্যাপারে কোন কার্যকর পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়। এই নির্বাচন সম্পূর্নভাবে ছিল সরকারিদলের নিয়ন্ত্রণে। নির্বাচনের দিন অন্তত ৬০টি কেন্দ্রে বিএনপি প্রার্থীর পোলিং এজেন্টদের পাওয়া যায়নি। খুলনা জিলা স্কুল কেন্দ্রের একাডেমিক ভবন-২ কেন্দ্রে বিএনপি মনোনীত প্রার্থীর প্রধান পোলিং এজেন্ট সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেন, সকালে তিনি কেন্দ্রে ঢুকতে গেলে নৌকা প্রতীকের কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে ভয় দেখিয়ে চলে যেতে বলেন।[২৩] আওয়ামী লীগের মনোনীত মেয়র প্রার্থী তালুকদার আব্দুল খালেকের বাসভবনের পাশের ফাতেমা মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে একটি বুথে ভোট শুরুর আগেই তাঁর কর্মীরা ব্যালটের একটি বইয়ে নৌকা প্রতীকে সিল মেরে রাখে। পরে ভোটাররা ভোট দিতে আসলে তাঁদের সিল মারা ব্যালট দিয়ে বাক্সে ফেলতে বলা হয়। পরে এই বুথের নির্বাচন স্থগিত করা হয়।[২৪] পুরো নির্বাচনে ৪০/৫০ জনের একটি গ্রুপকে ঘুরে ঘুরে প্রায় প্রতিটি কেন্দ্রে গিয়ে নির্বাচনী কর্মকর্তা ও বিএনপি'র পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে নৌকায় সিল দিতে দেখা গেছে। ঐ কেন্দ্রগুলোতে প্রথমে তালুকদার খালেক পরিদর্শনে যান এবং পরিদর্শন শেষে তিনি বের হয়ে আসলেই এই ঘটনা ঘটে। উদাহরণস্বরূপ সকাল আনুমানিক ১০ টায় ১৬ নম্বর ওয়ার্ডের নূর নগর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে তালুকদার আব্দুল খালেক বের হয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে নগর যুবলীগ নেতা জাকির ও রানার নেতৃত্বে ৪০/৫০ জনের একটি গ্রুপ ওই ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে প্রিসাইডিং ও পোলিং অফিসার এবং বিএনপি'র পোলিং এজেন্টদের বের করে দিয়ে ১০ থেকে ১৫ মিনিটের মধ্যে সব ব্যালট পেপারে নৌকা মার্কায় সিল মেরে বাক্সে ভরে চলে যায়।[২৫] বেলা আনুমানিক ১ টায় প্লাটিনাম উচ্চমাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে তালুকদার আব্দুল খালেক পরিদর্শনে যান এবং তিনি বেরিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই এই কেন্দ্রের দক্ষিণ অংশের দুইটি বুথে ৮/১০ জন নৌকা সমর্থককে জাল ভোট দিতে দেখা যায়। কয়েকজন সাংবাদিক জানালা দিয়ে এই দৃশ্য দেখতে থাকলে প্রিসাইডিং কর্মকর্তা সাংবাদিকদের সরিয়ে দেন।[২৬]

---

[২৩] খুলনা সিটি নির্বাচনে পরিবেশ দৃশ্যত শান্ত, তবে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে/ প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1490051

[২৪] বিভিন্ন কেন্দ্রে জাল ভোট বিক্ষিপ্ত সহিংসতা/ যুগান্তর, ১৬ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/49194

[২৫] কেন্দ্র থেকে কেন্দ্রে জাল ভোটের গ্রুপ/ মানবজমিন, ১৬ মে ২০১৮/ http://www.mzamin.com/article.php?mzamin=117574

[২৬] খুলনা সিটি নির্বাচনে পরিবেশ দৃশ্যত শান্ড, তবে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে/ প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1490051/

খুলনা সিটি করপোরেশনের ৩১ নম্বওর ওয়ার্ডে লবণছোরা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে নৌকা মার্কায় সিল মারা ব্যালট পেপার পোলিং কর্মকর্তার টেবিলে দেখা যাচ্ছে। ছবি: নিউ এজ, ১৬ মে ২০১৮

১৮. ২৫নং ওয়ার্ডের সিদ্দিকীয়া মাদ্রাসা কেন্দ্রের ভোটার জোহরা খাতুন *অধিকার* এর কাছে অভিযোগ করে বলেন, সরকারিদলের প্রার্থীর ব্যাজ লাগানো ব্যক্তিরা তাঁকে ভোট কেন্দ্রের ভেতরে যেতে বাধা দিলে তিনি ফিরে যান। একই কেন্দ্রের আরেক ভোটার মাহমুদা রহমান *অধিকারকে* বলেন, তাঁর কাছ থেকে জোর করে ব্যালট পেপার কেড়ে নিয়ে সরকারিদলের প্রার্থীর সমর্থকরা ভোট দিয়েছে। এই ব্যাপারে নির্বাচনী কর্মকর্তার কাছে অভিযোগ জানালেও তিনি নীরব ভূমিকা পালন করেন। নগরীর ২৬নং ওয়ার্ডের সেন্ট জেভিয়ার্স মাধ্যমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বেসরকারি চাকরিজীবী মো: শওকত হোসেন ভোট দিতে গেলে নির্বাচনী কর্মকর্তারা তাঁকে জানান, তাঁর ভোট আগেই দেয়া হয়ে গেছে। তিনি কারণ জানতে চাইলে সংশ্লিষ্ট পোলিং অফিসার জোর করে তাঁর আঙ্গুলে অমোচনীয় কালি লাগিয়ে দেন।[২৭] ২২ নম্বর ওয়ার্ডের ফাতিমা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ১ নম্বর বুথে সকাল ৯:৩০ টায় প্রায় ৫০ জন যুবক জোর করে ঢুকে নৌকা প্রতীকে সিল মারে। এই বুথের দায়িত্বে থাকা সহকারি প্রিসাইডিং অফিসার রীতেশ বিশ্বাস সাংবাদিকদের বলেন, তিনি সঙ্গে সঙ্গে পুলিশের সাহায্য চেয়েছেন কিন্তু কোনো কাজ হয়নি।[২৮] সকাল ১১ টায় রূপসা প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে বিজিবি ও পুলিশের পাহারার মধ্যেই ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা নৌকা প্রতীকে সিল মেরে ব্যালট শেষ করে ফেলে। আম্বিয়া নামে এক বৃদ্ধা

---

[২৭] *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৮] খুলনা সিটি নির্বাচনে পরিবেশ দৃশ্যত শান্ত তবে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে/ প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1490051/

জানান, ভোট দিতে এলে ওরা তাঁকে বলে ভোট দেয়া লাগবে না তাঁর ভোট নাকি ওরাই দিয়ে দিয়েছে। এই সময় কেন্দ্রের সামনে জড়ো হওয়া লোকজন জানান, পুলিশের সহযোগিতায় একদল যুবক ব্যালট পেপার ছিনতাই করেছে।[২৯]

ফাতিমা উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রের একটি বুথে একজন ব্যালট বই থেকে ব্যালট পেপার ছিড়ে নিচ্ছে। পরে সেই ব্যক্তি নৌকা প্রতীকে সিল মেরে সেগুলো বাক্সবন্দি করে। ছবিঃ ডেইলী স্টার, ১৬ মে ২০১৮

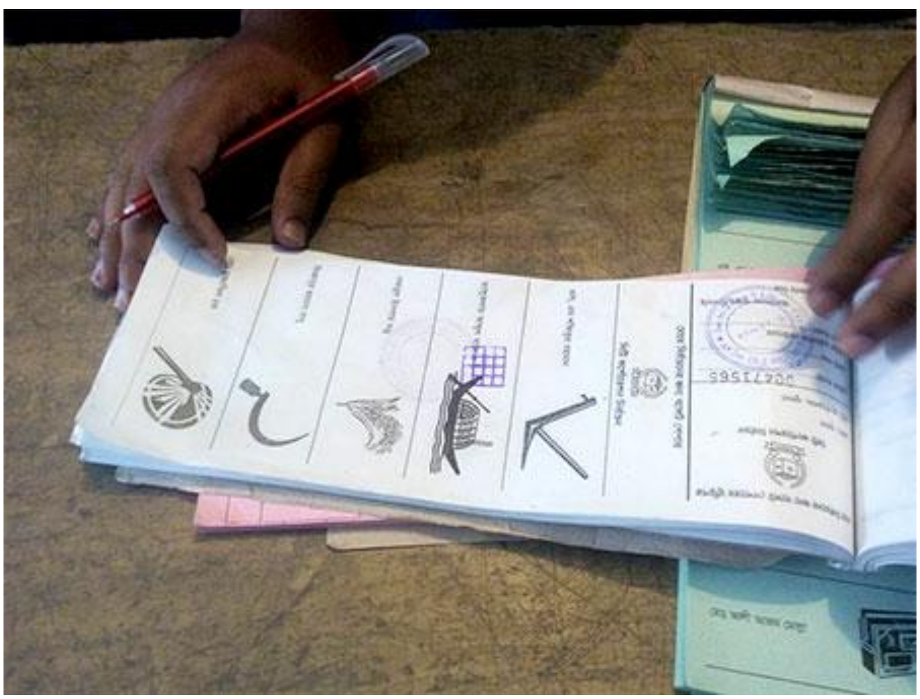

নৌকা প্রতীকে সিল মারা ব্যালট পেপার। ছবিঃ মানবজমিন, ১৬ মে ২০১৮

[২৯] 'আমাদের কষ্ট হবে ভেবে ভোটটা ওরাই দিয়ে দিয়েছে'/ মানবজমিন, ১৬ মে ২০১৮/
www.mzamin.com/article.php?mzamin=117576&cat=2/

১৯.৩১ নম্বর ওয়ার্ডের নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক বাসিন্দা জানান, সকালে কেন্দ্রগুলোতে অনেক ভোটার উপস্থিত ছিল। কিন্তু বেলা ১১ টার পর থেকে এই ওয়ার্ডের ১৫টি কেন্দ্রে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা নিয়ন্ত্রণ নিয়ে জাল ভোট দেয়া শুরু করলে সাধারণ ভোটারা ভয়ে আর ভোটকেন্দ্রে যাননি।[৩০] বেলা আনুমানিক ১০.৪৫ মিনিটে সরকারি ইকবাল নগর মাধ্যমিক বালিকা বিদ্যালয় কেন্দ্রে একদল যুবক প্রবেশ করে দ্বিতীয় তলায় অবস্থিত ৭ নম্বর বুথের সব ব্যালট পেপার নিয়ে নৌকায় সিল মারে। প্রিসাইডিং অফিসার খলিলুর রহমান বাধা দেয়ার চেষ্টা করলে তাঁকে একটি কক্ষে নিয়ে আটকে রাখা হয়। এরপর এই কেন্দ্রে নির্বাচন স্থগিত করা হয়।[৩১] দুপুর আনুমানিক ১২ টায় লবণছোরা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে কয়েকজন নারী সহকারী প্রিসাইডিং অফিসারের কাছ থেকে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে সাংবাদিকদের সামনেই নৌকা প্রতীকে সিল দেয়া হয়। পরে এই কেন্দ্রটির ভোট স্থগিত করা হয়। ২৫ নম্বর ওয়ার্ডের নুরানি বহুমুখি মাদ্রাসা কেন্দ্রে প্রচুর জাল ভোট পড়ে এবং সেখানে নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষণ দলের এক সদস্যকে আওয়ামী লীগের মেয়র প্রার্থীর সমর্থকরা অপদস্থ করে। দুপুর আনুমানিক ১২ টায় এই কেন্দ্রে এ এম মনোয়ার হোসেন ও তাঁর সঙ্গে থাকা ২য় শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলে শিশু নৌকায় ভোট দেয়। তাঁদের দুইজনের হাতেই লাগানো ছিল অমোচনীয় কালি। রূপসা বহুমুখি উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে ভোটাররা লাইন দিয়ে দাঁড়িয়ে থেকেও ব্যালট পেপারের অভাবে ভোট দিতে পারেননি। ওই কেন্দ্রের প্রিসাইডং অফিসার মোহাম্মদ ইবনুর রহমান বলেন, কিছু বহিরাগত জাল ভোট দিয়েছে এবং ব্যালট পেপার সিল মেরে বাক্সে ফেলেছে।[৩২]

২০.বেলা আনুমানিক ৩ টায় ৭ নম্বর ওয়ার্ডের উত্তর কাশিপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় কেন্দ্রে আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি চালিয়ে কেন্দ্র দখল করে ব্যালট পেপার ছিনিয়ে নিয়ে নৌকা প্রতীকে সিল মারে বলে স্থানীয়রা জানান।[৩৩]

বিবিসি বাংলার সংবাদদাতা একটি কেন্দ্রে ভোট গণনার সময় উপস্থিত হয়ে দেখতে পান নির্বাচনী কর্মকর্তরা ভোট গণনার এক পর্যায়ে স্বাক্ষরবিহীন একটি ব্যালট প্রিজাইডিং অফিসারকে দেখালে তিনি তা অবৈধ ঘোষণা করেন। পরক্ষণেই একইরকম স্বাক্ষরবিহীন একগাদা ব্যালট তাঁর হাতে দেয়া হলে তিনি অপ্রস্তুত হয়ে পড়েন। ওই সব ব্যালটই ছিল নৌকা মার্কায় সিল দেয়া। পরে ভোট কেন্দ্রে অবস্থানরত পুলিশের সঙ্গে পরামর্শ করে প্রিজাইডিং অফিসার ব্যালটে স্বাক্ষরবিহীন ভোট বৈধ হিসেবে গণনার নির্দেশ দেন। এরপর থেকে আর ব্যালটে স্বাক্ষর আছে কিনা সেটি খতিয়ে দেখা হয়নি। এই কেন্দ্রে নৌকা প্রতীক পায় ১১৫৬ ভোট আর ধানের শীষ পায় ১৩৩ ভোট।[৩৪]

---

[৩০] বিভিন্ন কেন্দ্রে জাল ভোট বিক্ষিপ্ত সহিংসতা/ যুগান্তর, ১৬ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/49194

[৩১] বিভিন্ন কেন্দ্রে জাল ভোট বিক্ষিপ্ত সহিংসতা/ যুগান্তর, ১৬ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/49194

[৩২] খুলনা সিটি নির্বাচনে পরিবেশ দৃশ্যত শান্ত তবে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে/ প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1490051/

[৩৩] খুলনায় নির্বাচনের নতুন মডেল/ মানবজমিন, ১৬ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=117580&cat=2/

[৩৪] বিবিসি বাংলার সংবাদদাতার চোখে খুলনার নির্বাচন/ মানবজমিন, ১৯ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=117976&cat=2/

২১. নির্বাচনে ২৮৬টি কেন্দ্রের মধ্যে ৯টিতে ৮০-৯০ শতাংশ, ৫৭টিতে ৭০ শতাংশের বেশী, ১১টিতে ৭৬-৭৯ শতাংশ, ৩৭টিতে ৭০-৭৫ শতাংশ এবং তিনটিতে ৯০ শতাংশের বেশী ভোট পড়েছে। খালিশপুর নয়াবাটি হাজী শরীয়তউল্লাহ বিদ্যাপীঠ (মাধ্যমিক) কেন্দ্রে একটি বাদে সব ভোট পড়েছে। এই কেন্দ্রে মোট ১৮১৭ ভোটের মধ্যে ১৮১৬ ভোট পড়েছে। এছাড়া মাওলানা ভাসানী বিদ্যাপিঠ কেন্দ্রে ১৫০৩ ভোটের মধ্যে ১৪৬৭ ভোট পড়েছে, যা ৯৭.৬০ শতাংশ এবং নতুনবাজার সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ভোট কেন্দ্রে ১৫০৮ ভোটের মধ্যে ১৩৭৮ ভোট পড়েছে, যা ৯১.৩৮ শতাংশ ভোট। এই তিনটি কেন্দ্রেই ক্ষমতাসীনদলের প্রার্থী বড় ব্যবধানে 'জয়ী' হয়েছেন।[৩৫] বিএনপি মনোনীত মেয়র প্রার্থী নজরুল ইসলাম মঞ্জু ভোট ডাকাতির নির্বাচন হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন। বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টির প্রার্থী মিজানুর রহমান বাবু বলেন, এই নির্বাচনে বেশীর ভাগ কেন্দ্রেই সরকারিদলের নেতা-কর্মীরা তাদের দখলদারিত্ব কায়েম করেছে। এক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশন ও প্রশাসন ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছে।[৩৬] ভোট গ্রহণ শেষে নির্বাচন কমিশনের সচিব হেলালউদ্দিন আহমেদ সাংবাদিকদের বলেন, চমৎকার নির্বাচন হয়েছে।[৩৭] নির্বাচন কমিশনার বিগ্রেডিয়ার জেনারেল (অবঃ) শাহাদাত হোসেন বলেন, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে।[৩৮] গত ১৭ মে খুলনার ভোট গ্রহণ নিয়ে প্রধান নির্বাচন কমিশনার নুরুল হুদা নির্বাচন কমিশনারদের সঙ্গে বৈঠক করে বড় কেনো অনিয়ম হয়নি বলে অভিমত ব্যক্ত করেন।[৩৯] এছাড়া নির্বাচন পর্যবেক্ষণ সংস্থাদের জোট ইলেকশন ওর্য়াকিং গ্রুপ (ইডব্লিউজি) নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে একমত পোষণ করে গত ১৬ মে এক সংবাদ সংবাদ সম্মেলন করে বলে যে, খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন কিছু বিচ্ছিন্ন সহিংসতা এবং নির্বাচনী অনিয়মের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে, তবে এসব 'বিচ্ছিন্ন' ঘটনার ব্যাপকতা বেশী না হওয়াতে তা ভোটের ফলাফল পরিবর্তনে কোনো প্রভাব ফেলেনি।[৪০]

২২. ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাসে অনুষ্ঠিতব্য একাদশতম জাতীয় সংসদ নির্বাচনের আগে এই নির্বাচনগুলো বিশেষ করে খুলনা সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ছিল নির্বাচন কমিশন এবং সরকারের জন্য টেস্ট কেস। কিন্তু অতীতের নির্বাচনগুলোর মতোই ইউনিয়ন পরিষদ ও খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনে ক্ষমতাসীনদলের মনোনীত প্রার্থীর পক্ষে ব্যাপক অনিয়ম ও দুর্বৃত্তায়নের ঘটনা ঘটালেও নির্বাচন কমিশন এই নির্বাচগুলো সুষ্ঠ হয়েছে বলে মন্তব্য করে। ফলে এই নির্বাচন কমিশনের অধীনে আগামী জাতীয় সংসদ নির্বাচন সুষ্ঠু ও অবাধ হবে না বলে *অধিকার* বিশ্বাস করে। এছাড়া ব্যাপক অনিয়মের পরেও খুলনার নির্বাচন নিয়ে ইডব্লিউজি'র

[৩৫] খুলনা সিটি নির্বাচন; মঞ্জুর পরাজয়ের নেপথ্যে পাঁচ কারণ/ যুগান্তর, ১৭ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/49503/

[৩৬] ভোট ডাকাতির নির্বাচন : নজর—ল ইসলাম মঞ্জু/ নয়াদিগন্ত, ১৬ মে ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/318899

[৩৭] খুলনা সিটি নির্বাচনে পরিবেশ দৃশ্যত শান্ড়, তবে সরকারি দলের নিয়ন্ত্রণে/ প্রথম আলো, ১৬ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1490051/

[৩৮] বিএনপির অভিযোগ সুনির্দিষ্ট নয়; নির্বাচন কমিশন/ যুগান্তর, ১৬ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/49193/

[৩৯] খুলনা সিটি নির্বাচন পর্যালোচনায় ইসি; 'অস্বাভাবিক ভোটের' ঘটনায় তদন্ড়ে যাচ্ছে না!/ যুগান্তর, ১৮ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/49831/

[৪০] অবৈধভাবে ব্যালটে সিল ছিল, তবে ফল বদলের মতো নয়/ ইত্তেফাক, ১৭ মে ২০১৮/ http://www.ittefaq.com.bd/print-edition/last-page/2018/05/17/277588.html

ইতিবাচক প্রতিবেদন যে একটি প্রভাবিত প্রতিবেদন তা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাদের প্রতিবেদনের মূল বক্তব্য ছিল, নির্বাচনে কিছু অনিয়ম হয়েছে কিন্তু ফল পাল্টানোর মতো নয়; অর্থাৎ এই প্রতিবেদনের মাধ্যমে সরকারিদলের প্রার্থীর জোরপূর্বক বিজয়কেই তারা ন্যায্যতা দিয়েছে। এই পর্যবেক্ষণ সংস্থার সঙ্গে যাঁরা জড়িত তাঁদের অনেকেই সরকারের কাছ থেকে বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধা ভোগ করছেন[৪১] বলেও অভিযোগ রয়েছে।

২৩. এদিকে একাদশ সংসদ নির্বাচনকে ঘিরে কোন ধরনের নির্বাচনী সংস্কারের উদ্যোগ বা প্রস্তুতি নেই বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার কে এম নূরুল হুদার। অথচ দুই মেয়াদে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানে কমিশনের প্রতি নির্দিষ্ট পর্যবেক্ষণ রয়েছে দেশের সর্বোচ্চ আদালতের।[৪২]

রাজনৈতিক সহিংসতা ও দুর্বৃত্তায়ন

২৪. দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থাকা এবং বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার কারণে জনগণের কাছে কোনো জবাবদিহিতা না থাকায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন ও অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড চরম আকার ধারন করেছে। আওয়ামী লীগের অঙ্গসংগঠন মূলত ছাত্রলীগ, যুবলীগ ইত্যাদির বিরুদ্ধে নির্বাচনে জালভোট প্রদান, ভোটারদের ভয়ভীতি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন জায়গায় চাঁদাবাজি, টেন্ডারবাজি, জমিদখল, অপহরণ, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলোতে সাধারণ শিক্ষার্থী ও নারী পুরুষ নির্বিশেষে সাধারণ নাগরিকদের ওপর হামলা চালানোর অভিযোগ পাওয়া গেছে।

২৫. আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের নেতা-কর্মীরা নিজেরা নিজেদের মধ্যে স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে অন্তর্দ্বন্দ্বে জড়িয়ে পড়ে একে অপরকে আক্রমণ করছে এবং প্রকাশ্যে আগ্নেয়াস্ত্রসহ অন্যান্য মারণাস্ত্র ব্যবহার করছে। সারাদেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আবাসিক হলগুলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা নিয়ন্ত্রণ করছে বলে অভিযোগ রয়েছে। তারা হলে থাকা সাধারণ শিক্ষার্থীদের জোর করে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচিতে যোগদান করতে বাধ্য করাসহ তাদের ওপর নানা ধরনের নিপীড়ন চালাচ্ছে।[৪৩] ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা গত ৮ এপ্রিল থেকে শুরু হওয়া কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর একের পর এক হামলা চালিয়ে আসছে এবং বেশীরভাগ ক্ষেত্রেই তাদের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডের কোন বিচার হচ্ছে না।

- *গত ১২ মে বাংলাদেশ সাধারণ ছাত্র পরিষদের যুগ্ম আহ্বায়ক নুরুল হক নুরুর নেতৃত্বে কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলনরত কয়েক জন শিক্ষার্থী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বঙ্গবন্ধু হলে গিয়ে সাধারণ ছাত্রদের সঙ্গে তাঁদের কর্মসূচি নিয়ে আলোচনার সময় আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের হল শাখার সাধারণ সম্পাদক আল*

---

[৪১] ইডব্লিউজি'র অন্যতম সংগঠন জানিপপ এর চেয়ারম্যান নাজমুল আহসান কলিমুল্লাহ সরকারের আনুকূল্যে বর্তমানে রংপুর বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি হিসাবে কর্মরত থাকা অবস্থায় ক্ষমতার অপব্যবহার করে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুপস্থিত থাকেন এবং বিভিন্ন অনিয়মে জড়িয়ে পড়েছেন। কিন্তু তার বিরুদ্ধে কোনোরপ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়নি। প্রথম আলো ২৫ মার্চ, ২০১৮
http://www.prothomalo.com/bangladesh/article/1456956/**উপাচার্য-মাঝেমধ্যে-বিশ্ববিদ্যালয়ে-যা**

[৪২] দুই মেয়াদে নির্বাচন প্রসঙ্গ আছে ১৬তম সংশোধনীর রায়েও/ মানবজমিন, ২৩ মে ২০১৮/
http://mzamin.com/article.php?mzamin=118523 এবং
http://www.supremecourt.gov.bd/resources/documents/1082040_C.A.6of17.pdf

[৪৩] প্রথম আলো ২৫ মে ২০১৮

আমিনের নেতৃত্বে ছাত্রলীগ নেতাকর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা চালায় এবং তাঁদের মারধর করে।[৪৪] ● *এদিকে কোটা সংস্কারের আন্দোলনের নেতা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ৪র্থ বর্ষের ছাত্র এপিএম সোহেলকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পসের সামনে গত ২৩ মে নির্মমভাবে পিটিয়ে আহত করে একদল দুর্বৃত্ত।*[৪৫]

কোটা আন্দোলনের নেতা এপিএম সোহেল। ছবিঃ মানবজমিন, ২৮ মে ২০১৮

২৬. ***অধিকার*** **এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় কমপক্ষে ১৩ জন নিহত ও ২৯৭ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ১৬টি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এছাড়া আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ১ জন নিহত ও ২০৩ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।**

রাজনৈতিক দমন-পীড়ন ও সভা-সমাবেশে বাধা ও হামলা

২৭. পুলিশ যে কোন অজুহাতে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের ঢালাওভাবে গ্রেফতার করছে। রাজধানী ঢাকা থেকে শুরু করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে বিএনপি এবং জামায়াতে ইসলামির নেতা-কর্মীদের ঘরবাড়িতে অভিযান চালিয়েছে ডিবি পুলিশ এবং পুলিশসহ আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যরা। এমনকি সামজিক বা ঘরোয়া বৈঠক থেকেও তথাকথিত নাশকতার পরিকল্পনার কল্পিত অভিযোগে তাঁদের গ্রেফতার করা হচ্ছে।

২৮. খুলনা সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ২ মে খুলনার বিভিন্ন জায়গায় অভিযান চালিয়ে নির্বাচনী প্রচারভিযানে অংশগ্রহণকারী বিরোধীদলের ১৯ জন নেতা-কর্মীকে পুলিশ গ্রেফতার করে।[৪৬] একইভাবে নির্বাচনকে সামনে রেখে গত ৮ মে রাতে খুলনায় দুই শতাধিক নেতা-কর্মীর বাড়িতে গ্রেফতার অভিযান চালায় পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশ (ডিবি) এর সদস্যরা। এই সময় অনেক নেতা-কর্মীকে বাড়িতে না

[৪৪] BCL activists assault quota protesters at DU / নিউ এজ, ১৩ মে ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/41075/bcl-activists-assault-quota-protesters-at-du
[৪৫] 'আমাকে বাঁচতে দিন আর মাইরেন না'/ মানবজমিন, ২৮ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=119223&cat=2/
[৪৬] দেশজুড়ে আবারো ব্যাপক ধরপাকড়/ নয়া দিগন্ত, ৮ মে ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/316631

পেয়ে তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গালিগালাজ ও মারপিট করে পুলিশ বাহিনীর সদস্যরা।[৪৭] খুলনা মহানগর ও জেলা পুলিশ ১১ মে পর্যন্ত বিএনপি'র ১০৮ জন নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার করেছে।[৪৮] এঁদের মধ্যে যাঁদের নামে কোন মামলা নেই, তাঁদের নাশকতার ও ছোটখাটো মামলার অজ্ঞাতনামা আসামী হিসেবে গ্রেফতার দেখানো হচ্ছে।[৪৯]

২৯. গত ৬ মে হাইকোর্ট বিভাগ ১৫ মের অনুষ্ঠিতব্য গাজীপুর সিটি কর্পোরেশনের নির্বাচন স্থগিত করার পর বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসানউদ্দিন সরকারের বাড়ি পুলিশ ঘেরাও করে রাখে এবং বিএনপি'র কেন্দ্রীয় ভাইস চেয়ারম্যান আবদুল্লাহ আল নোমানসহ ১৩ জন নেতা-কর্মীকে আটক করে। পরে আবদুল্লাহ আল নোমানকে ছেড়ে দিলেও আটক অন্যান্য নেতা-কর্মীকে গ্রেফতার দেখায় পুলিশ।[৫০] গত ৭ মে পুলিশ বিশেষ ক্ষমতা আইনে গাজীপুর জেলা বিএনপি'র সাধারণ সম্পাদক সাইয়েদুল আলম বাবুল ও গাজীপুর সদর উপজেলা চেয়ারম্যান মোহাম্মদ ইজাদুর রহমানসহ ১০৩ জনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাত আরো দেড়শ' জনকে আসামী করে টঙ্গী মডেল থানায় মামলা দায়ের করে।[৫১] মামলার আসামীরা হলেন বিএনপি মনোনীত প্রার্থী হাসান উদ্দিন সরকারের নির্বাচন পরিচালনা কমিটির দায়িত্বশীল ব্যক্তিবর্গ। উল্লেখ্য, যে লেগুনায় (বাহন) অগ্নিসংযোগ ও ভাংচুরের অভিযোগে পুলিশ মামলা দায়ের করেছে সেটি অক্ষত অবস্থায় রয়েছে টঙ্গী থানা প্রাঙ্গনে।[৫২] লেগুনার মালিক মোহাম্মদ আল-আমিন বলেন, এই গাড়ির আয় দিয়েই তাঁর সংসার চলে। কিন্তু লেগুনাটা পুলিশ আটকে রাখায় তিনি বিপদে পড়েছেন।[৫৩]

পুলিশের জব্দ করা লেগুনা গাড়িটি অক্ষত পড়ে আছে টঙ্গী থানায়। গতকাল বিকেলে। ছবি: প্রথম আলো, ৯ মে ২০১৮

---

[৪৭] খুলনায় বিএনপি নেতাকর্মীদের বাড়িতে বাড়িতে অভিযান,দায়সারা ইসি/ মানবজমিন, ১০ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=116739&cat=2/

[৪৮] খুলনা সিটি নির্বাচনে প্রার্থী-ভোটার ছাপিয়ে আলোচনায় পুলিশ/ প্রথম আলো, ১২ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1487301/

[৪৯] দিনে প্রচারে, রাতে অগোচরে/ প্রথম আলো, ১১ মে ২০১৮

[৫০] বিএনপি প্রার্থীর বাড়ি ঘেরাও/ প্রথম আলো, ৭ মে ২০১৮

[৫১] গাজীপুর সিটি করপোরেশন নির্বাচন; স্থগিতের পর নাশকতার অভিযোগে আড়াই শতাধিক ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা/ নয়া দিগন্ত, ৮ মে ২০১৮/ http://www.enayadiganta.com/news.php?nid=405589

[৫২] 'ভাঙচুর' হওয়া গাড়ি টঙ্গী থানায় অক্ষত, আসামি ১০৩/ প্রথম আলো, ৯ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1485211/

[৫৩] গাজীপুরে পুলিশের মামলা, তদন্ত করবে ডিবি গাড়ি না পেয়ে বিপদে মালিক/ প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৮

৩০. বরাবরের মতো মে মাসেও বিরোধীদলের সভা-সমাবেশ করার অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। বিএনপি সারাদেশে শান্তিপূর্ণ কর্মসূচি পালন করতে গেলে পুলিশ তাঁদের অনুমতি না দেয়াসহ বহু জায়গায় তাঁদের বাধা দেয় এবং হামলা ও গ্রেফতার করে তা পণ্ড করে দেয়। পুলিশ জাতীয়তাবাদী শ্রমিকদলকে মে দিবস উপলক্ষে গত ১ মে ঢাকার সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে এবং কারাগারে বন্দি খালেদা জিয়ার মুক্তি ও সুচিকিৎসার দাবিতে গত ৭ মে ঢাকার নয়াপল্টনে বিএনপি অফিসের সামনে সমাবেশ করার অনুমতি দেয়নি।[৫৪] অন্যদিকে ক্ষমতাসীনদলের নেতা-কর্মীরা একের পর এক সমাবেশ করে যাচ্ছে।

গত ৫ মে ভোলা শহরে বিএনপি'র প্রয়াত নেতা মোশারেফ হোসেন শাহজাহানের ষষ্ঠ মৃত্যুবার্ষিকী উপলক্ষে জেলা বিএনপি আয়োজিত র‍্যালি ও শোভাযাত্রায় পুলিশ বাধা দেয় এবং লাঠিচার্জ করে। এই সময় ৮-১০ জন নেতা-কর্মী আহত হন এবং পুলিশ ৩ জনকে আটক করে। পরে বিরোধীদলের নেতা-কর্মীদের প্রতিরোধের মুখে তাঁদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় পুলিশ।[৫৫]

৩১. বিরোধীদল বিএনপি ছাড়াও সরকারের কাছে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে আন্দোলনকারী সংগঠনের মিছিল ও সমাবেশে বাধা দিতে ও হামলা করতে সরকার তার দলীয় নেতা-কর্মী ও পুলিশকে মে মাসেও ব্যবহার করেছে।

কোটা সংস্কারের দাবিতে কুমিল্লায় আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা পূবালী চত্বরে কর্মসূচি পালন করতে গেলে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা তাঁদের ওপর হামলা করে এবং শিক্ষার্থীদের বহনকারী কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি বাস ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা ভাংচুর করে। পরে উভয়ের মধ্যে সংঘর্ষ হলে ১০ জন আহত হন। শিক্ষার্থীরা অভিযোগ করেন, এই সমস্ত ঘটনায় পুলিশ ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।[৫৬]

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৩২. সরকার অধিকাংশ সংবাদ মাধ্যম, বিশেষত ইলেকট্রনিক মিডিয়া নিয়ন্ত্রণ করছে এবং বিভিন্নভাবে সংবাদ মাধ্যমের ওপর চাপ সৃষ্টি করে বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ সংবাদ প্রচার ব্যাহত করছে। এই কারণে অনেক সংবাদ মাধ্যম এবং সাংবাদিক সরকারের চাপে সেল্ফ সেন্সরশিপ করতে বাধ্য হচ্ছেন বলে অভিযোগ রয়েছে। বাংলাদেশে প্রায় সবকটি ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং অধিকাংশ প্রিন্ট মিডিয়া সরকারের অনুগত ব্যক্তিবর্গের মালিকানাধীন। একমাত্র রাষ্ট্রীয় টিভি বিটিভি সম্পূর্ণভাবে সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন। অপরদিকে বিরোধীদলপন্থী ইলেকট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়া- দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি এবং আমার দেশ পত্রিকা ২০১৩ সাল থেকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে।

---

[৫৪] শ্রমিক দলকে র‍্যালির অনুমতি দেয়া হয়নি/ নয়া দিগন্ত, ১ মে ২০১৮/ http://www.dailynayadiganta.com/detail/news/314847 ঢাকায় সমাবেশের অনুমতি পায়নি বিএনপি, বুধবার বিক্ষোভ/ যুগান্তর, ৭ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/politics/46170/

[৫৫] ভোলায় পুলিশের সঙ্গে বিএনপির সংঘর্ষ, আহত ১০/ যুগান্তর, ৬ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/45649/

[৫৬] কুমিল্লা ও রংপুরে বাধা, কোটার প্রজ্ঞাপন দাবিতে আজ থেকে ছাত্র ধর্মঘট/ প্রথম আলো, ১৪ মে ২০১৮

নিবর্তনমূলক আইন

৩৩.নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩) এর ৫৭ ধারাটি[৫৭] মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে ব্যাহত করাসহ সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে সরকারের উচ্চ মহলের ব্যক্তি বা তাঁদের পরিবারের সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন মন্তব্য লেখা, এমনকি এই সংক্রান্ত পোস্ট 'লাইক' দেয়ার কারণে বিভিন্ন ব্যক্তির বিরুদ্ধে মামলা দায়ের ও তাঁদের কারাগারে পাঠানোর মত ঘটনা ৫৭ ধারার মাধ্যমে অব্যাহত আছে।

৩৪.২০১৮ সালের ২৯ জানুয়ারি মন্ত্রিসভা তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারাসহ ৫টি ধারা বাতিল করার সুপারিশ করে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন-২০১৮'র খসড়া অনুমোদন করে যেখানে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের ঐ ধারাগুলো প্রস্তাবিত 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনে' অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এই আইনের খসড়ায় কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ সংক্রান্ত ৩২ ধারাটি[৫৮] সরকার মানবাধিকার রক্ষাকর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও সাধারণ মানুষের মতপ্রকাশের বিরুদ্ধে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করে এই ধারা বাতিলের দাবি করেছেন নাগরিক সমাজের সদস্যবৃন্দ ও সাংবাদিকরা। কিন্তু এই দাবি আমলে না নিয়ে ৩২ ধারা বহাল রেখে গত ৯ এপ্রিল ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল জাতীয় সংসদে উত্থাপন করেছেন টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তিমন্ত্রী মোস্তফা জব্বার।[৫৯] এছাড়া গত ১৪ মে জেনেভায় জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে বাংলাদেশের ইউপিআর চলাকালে সুইডেন, ফ্রান্স, নরওয়ে, জার্মানি ও মেক্সিকোসহ বিভিন্ন দেশ এই আইনটি পর্যালোচনা এবং পুনরায় খসড়া করার দাবি জানায়।

• আইনমন্ত্রী আনিসুল হক ও তাঁর ব্যক্তিগত সহকারী রাশেদুল কায়ছার ভূঁইয়ার বিরুদ্ধে ফেসবুকে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগে সাবেক সংসদ সদস্য ও ব্রাহ্মনবাড়িয়া জেলা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি এডভোকেট শাহআলম ও কেন্দ্রীয় যুবলীগের নেতা শ্যামল কুমার রায়ের বিরুদ্ধে তথ্য ও প্রযুক্তি আইনে সাতটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি মামলা তদন্তের অনুমোদন দিয়েছে পুলিশ সদর দফতর।[৬০] • প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এবং সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদেরের 'ছবি বিকৃত' করে ফেসবুকে

---

[৫৭] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনে[৫৭] র বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

[৫৮] গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ' সংক্রান্ত ৩২ ধারায় বলা হয়েছে, 'যদি কোনো ব্যক্তি বেআইনি প্রবেশের মাধ্যমে সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্তশাসিত বা সংবিধিবদ্ধ সংস্থার কোনো ধরনের গোপনীয় তথ্য-উপাত্ত কম্পিউটার, ডিজিটাল ডিভাইস, কম্পিউটার নেটওয়ার্ক বা অন্য কোনো ইলেকট্রনিক মাধ্যমে ধারণ, প্রেরণ বা সংরক্ষণ করেন বা সংরক্ষণে সহয়তা করেন তা হলে কম্পিউটার বা ডিজিটাল গুপ্তচরবৃত্তির অপরাধ বলে গণ্য হবে। এই জন্য সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির শাস্তি অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ড বা অনধিক ২৫ লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন। আর এই অপরাধ যদি একই ব্যক্তি দ্বিতীয়বার করেন তাহলে তাঁর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা এক কোটি টাকা অর্থদণ্ড অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

[৫৯] ৩২ ধারা বহাল রেখে ডিজিটাল নিরাপত্তা বিল সংসদে/ যুগান্তর ১০ এপ্রিল ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/last-page/36851/

[৬০] আইনমন্ত্রীকে নিয়ে অপপ্রচার; আ'লীগের সাবেক এমপির বিরুদ্ধে দলীয় নেতাদের ৫৭ ধারায় মামলা/ নয়া দিগন্ত, ৩ মে ২০১৮/ http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/315007

ছড়ানোর অভিযোগে গত ৩ মে নোয়াখালী জেলার কবিরহাট উপজেলার ধানসিঁড়ি ইউনিয়ন থেকে ইসমাইল হোসেন শামীম নামে এক ব্যবসায়ীকে তথ্য প্রযুক্তি আইনে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।[৬১]

ব্যাপক দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থ বিদেশে পাচারের অভিযোগ এবং দুর্নীতি দমন কমিশন

৩৫.দুর্নীতি বর্তমানে বাংলাদেশে ভয়াবহভাবে বিস্তার লাভ করেছে এবং দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত টাকা অবাধে বিদেশে পাচার হয়ে যাচ্ছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সরকার এবং কার্যকরী সংসদ না থাকায় জবাবদিহিতার অভাবে দেশে দুর্নীতির এই ভয়াবহতা সৃষ্টি হয়েছে এবং লুটপাটতন্ত্র কায়েম হয়েছে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মী এবং সরকার সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন পেশাজীবীরা[৬২] এই দুর্নীতি ও লুটপাটের সঙ্গে জড়িত বলে অভিযোগ রয়েছে এবং দুর্নীতির এই টাকা বিদেশে পাচার[৬৩] হচ্ছে বলে জানা গেছে। এই অর্থ পাচারকে নির্বিঘ্ন করতে ও পাচারের ঘটনাগুলো ধামাচাপা দেয়ার জন্যই প্রভাবশালীরা বাংলাদেশ ব্যাংকের বৈদেশিক মুদ্রা বিভাগকে অনেকটা নিষ্ক্রিয় করে রেখেছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই বিভাগের বেশ কয়েকজন চৌকস কর্মকর্তা আছেন যাঁদের তদন্তে এইসব ভিআইপিরা বিব্রত ও ক্ষুদ্ধ হতেন, তাই তাঁদের বদলি করা হয়েছে বলে অভিযোগ রয়েছে।[৬৪]

৩৬.অর্থ পাচারের ব্যাপক ঘটনা ঘটতে থাকলেও দুর্নীতি দমন কমিশনকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। সরকারের প্রভাবশালী ব্যক্তি হওয়ায় দুদক তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিচ্ছে না। অন্যদিকে বিরোধীদল বিএনপি'র শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে কথিত দুর্নীতির মামলায় দ্রুত সাজা দেয়া ও আইনি প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখার ব্যাপারে কমিশনের অতিরিক্ত আগ্রহের ব্যাপারটি পরিলক্ষিত হচ্ছে।

শ্রমিকদের অধিকার

৩৭.তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের না জানিয়ে কারখানা বন্ধ করে দেয়া, শ্রমিক ছাঁটাই ও সেই সঙ্গে বেতন সঠিক সময়ে প্রদান না করার ঘটনা ঘটেই চলেছে এবং এর ফলে শ্রমিক অসন্তোষের সৃষ্টি হচ্ছে। এছাড়া মালিক পক্ষের গাফিলতি এবং সরকার সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যাপারে যথাযথ মনিটরিংয়ের অভাবে ভবন ধ্বস ও

---

[৬১] শেখ হাসিনা ও কাদেরের ছবি বিকৃতির অভিযোগে আটক ১/ সমকাল, ৩ মে ২০১৮ (অনলাইন) www.samakal.com/chittagong/article/1805107/

[৬২] ২০১৪ সালে বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে দ্বিতীয়বারের মত আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন জোট সরকার ক্ষমতায় আসার পর তার নিজের নেতাকর্মীদের অনুকুলে অনেকগুলো ব্যাংকের লাইসেন্স দেয় এবং বিভিন্ন ব্যাংকের পরিচালনা পর্ষদে নেতাকর্মীদের সম্পৃক্ত করে। ফলে ব্যাংকিং সেক্টরে দুর্নীতি চরম আকার ধারন করে।

[৬৩] ওয়াশিংটনভিত্তিক গবেষণা প্রতিষ্ঠানে গ্লোবাল ফাইনান্সিয়াল ইন্টিগ্রিটি এর প্রতিবেদন ২০১৭ অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে ৬১.৬৩ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। এরমধ্যে ২০১৪ সালেই বাংলাদেশ থেকে ৯.১১ বিলিয়ন ডলার বিদেশে পাচার হয়েছে। প্যারাডাইস পেপার্স এর দ্বিতীয় তালিকায় বিতর্কিত ব্যবসায়ী মুসা বিন শমসেরসহ আরও ২০ বাংলাদেশীর নাম এসেছে। এদের সবাই অবৈধভাবে বাংলাদেশ থেকে ইউরোপের মাল্টায় অর্থ পাচার করেছে।

[৬৪] নির্বাচনী বছরে বাংলাদশে ব্যাংকরে ভূমকাি রহস্যজনক; র্অথ পাচাররে দরজা এখন খোলা!/ যুগান্তর, ৩ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/44553/

অগ্নিকাণ্ডসহ বিভিন্ন দুর্ঘটনা ঘটছে। বহু কারখানায় শ্রমিকরা ট্রেড ইউনিয়ন অধিকার থেকে বঞ্চিত এবং অনেক কারখানায় নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন ধরনের বঞ্চনা এবং শারীরিক ও মানসিক নিপীড়নের শিকার। এমনকি কর্মক্ষেত্রে নারী পোশাককর্মীরা কর্মকর্তাদের দ্বারা যৌন হয়রানি ও ধর্ষণের শিকার হচ্ছেন।

গত ২৩ মে ঢাকা জেলার আশুলিয়ার কাঠগড়া এলাকায় একটি পোশাক কারখানায় রাতের শিফটে কাজ করার সময় রাত আনুমানিক তিনটায় এক নারী পোশাককর্মীকে ধর্ষণ করে ঐ কারখানার দুইজন কর্মকর্তা। এই ঘটনায় আশুলিয়া থানায় মামলা হওয়ার পর পুলিশ দুই কর্মকর্তাকে গ্রেফতার করে।[৬৫]

৩৮. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে তৈরি পোশাক শিল্পের ১ জন শ্রমিক অসুস্থতাজনিত কারণে কারখানার ভিতরে মারা যান। এছাড়া ৩৫ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।**

গত ৬ মে ঢাকা জেলার সাভারের আব্বাস অ্যাপারেলস লিমিটিড নামে একটি তৈরি পোশাক কারখানার শ্রমিকরা চার মাসের বকেয়া বেতনের দাবিতে কারখানার ভেতরে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত অবস্থান নেন। কিন্তু কারখানা কর্তৃপক্ষ এই সময় শ্রমিকদের বেতন পরিশোধ না করলে শ্রমিকরা কারখানায় ভাংচুর চালায় এবং এর ফলে পুলিশ এসে শ্রমিকদের ওপর ব্যাপক লাঠিচার্জ করে। এই সময় ২৫ জন শ্রমিক আহত হন। [৬৬]

গত ১২ মে ঢাকার রূপনগরে বকেয়া বেতনের দাবিতে আনিকা গার্মেন্টস এর শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ করলে পুলিশ একজন শ্রমিককে আটক করে। [৬৭]

৩৯. তৈরি পোশাক কারখানা শ্রমিকদের পাশাপাশি *অধিকার* নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থাও গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করছে। রাস্তাঘাট, ব্রিজ, বিল্ডিংসহ বিভিন্ন নির্মাণকাজে এঁদের ব্যাপক অবদান রয়েছে অথচ নির্মাণ শ্রমিকরা বিভিন্ন বৈষম্যের শিকার হচ্ছেন এবং বড় ধরনের ঝুঁকি নিয়ে কাজ করছেন। তথ্যসূত্রে জানা গেছে ২০০২ সাল থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত ১৫ বছরে দুর্ঘটনায় ১৩৭৭ জন নির্মাণ শ্রমিক নিহত হয়েছেন।[৬৮] এছাড়া এই কর্মক্ষেত্রে নারী নির্মাণ শ্রমিকদের অবস্থা আরো ভয়াবহ। তাঁরা নিম্নতম মজুরীরও নিচেও কাজ করতে বাধ্য হন। তাঁদের গ্লাভস, মাস্ক ইত্যাদি কোন সুরক্ষার ব্যবস্থা না করেই কাজে নিয়োগ করা হয়। প্রায়ই দেখা যায় যে, তাঁরা ঝুঁকিপূর্ণ এবং নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা ছাড়া কাজ করছেন। বেশীরভাগ কর্মক্ষেত্রেই তাঁদের টয়লেট, গোসলের ব্যবস্থা এবং তাঁদের সন্তান রাখার কোনই ব্যবস্থা নেই এবং ভারবহনের মত কষ্টদায়ক কাজে তাঁদের নিয়োগ করা হয়।

৪০. ***অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে ১৬ জন ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিক কাজ করতে যেয়ে নিহত হয়েছেন। এছাড়া ৪ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন।**

---

[৬৫] সাভারে কারখানায় সহকর্মীকে ধর্ষণের অভিযোগ/ প্রথম আলো ২৯ মে ২০১৮

[৬৬] বকেয়া বেতনের দাবি; সাভারে পোশাক কারখানায় ভাংচুর/ যুগান্তর, ৭ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/46133/

[৬৭] বকেয়া বেতন দাবি; রাজধানীর রূপনগরে শ্রমিক পুলিশ সংঘর্ষ আটক ১/ যুগান্তর, ১৩ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/second-edition/48318/

[৬৮] দেশের নির্মাণ খাতে গত বছর ১৩৪ শ্রমিকের মৃত্যু/ প্রথম আলো, ১ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1480496/

নারীর প্রতি সহিংসতা

৪১. দেশে নারীর প্রতি সহিংসতা চলছেই। মে মাসেও নারীরা ধর্ষণ, যৌন হয়রানি, যৌতুক সহিংসতা এবং পারিবারিক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। শিশু ধর্ষণের ঘটনাও বর্তমানে মারাত্মকভাবে বেড়েছে। নারী ও শিশুদের ওপর বিভিন্ন ধরনের নিপীড়ন ও সহিংসতা চালানো হলেও এই সমস্ত ঘটনার বিচার এবং অপরাধীদের সাজা হওয়ার বিষয়টি হতাশাজনক।[৬৯] এমনকি 'রাজনৈতিক বিবেচনায়' নারীর প্রতি সহিংসতার মামলাগুলোতে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্তে রাষ্ট্রপক্ষ মামলা না চালানোর ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিচ্ছে।[৭০] এছাড়া গণপরিবহনগুলোতেও নারীরা ব্যাপকভাবে যৌন সহিংসতার শিকার হচ্ছেন -অথচ এর কোন প্রতিকার নেই।

৪২. মে মাসে মোট ১৮ জন নারী ও মেয়ে শিশু যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে ২ জন আত্মহত্যা, ২ জন আহত, ২ জন লাঞ্ছিত, ২ জন অপহৃত ও ৮ জন বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন।

গত ৪ মে নাটোরের গুরুদাসপুর উপজেলার নাজিরপুর এলাকায় অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় এক নারীকে প্রকাশ্যে রাস্তায় বিবস্ত্র করে পিটিয়ে তাঁর হাত ভেঙ্গে দিয়েছে নাজিরপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভপাতি আইয়ুব আলীর ভাই আওয়ামী লীগ কর্মী জাহাঙ্গীর আলম।[৭১]

৪৩. মে মাসে মোট ৪৯ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ১১ জন নারী ও ৩৮ জন মেয়ে শিশু। ঐ ১১ জন নারীর মধ্যে ৬ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। ৩৮ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ১২ জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং ৩ জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। এই সময়কালে ৭ জন নারী ও মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

- *গত ১৮ মে সীতাকুন্ড উপজেলা সদরে মহাদেবপুর ত্রিপুরা পাড়ায় ক্ষুদ্রজনগোষ্ঠির দুই কন্যা শিশুকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়। জানা যায়, আবুল হোসেন দীর্ঘ দিন ধরে শুক লতি ত্রিপুরাকে প্রেমের প্রস্তাব দিয়ে আসছিল। ঘটনার দিন তাদের বাবা মা ক্ষেতে কাজ করতে যান। এই সুযোগে আবুল হোসেন তার সাঙ্গপাঙ্গ নিয়ে বাড়িতে ঢুকে ছবি রানী ত্রিপুরা (১১) এবং শুক লতি ত্রিপুরা (১৫) কে ধর্ষণ করে হত্যা করে একই রশিতে দুই জনকে ঝুলিয়ে রেখে চলে যায় বলে জানা গেছে। এই ঘটনায় সীতাকুন্ড থানায় আবুল হোসেন ও সহযোগীদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করা হলে পুলিশ আবুল হোসেনকে গ্রেফতার করে।*[৭২]

৪৪. মে মাসে ১১ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। ৪ জন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, ৬ জন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন ও ১ জন আত্মহত্যা করেছেন।

---

[৬৯] নারীর প্রতি সহিংসতার বিচার পরিস্থিতি নিয়ে একটি অনুসন্ধানী প্রতিবেদনে ধর্ষণ, গণধর্ষণ, ধর্ষণের জন্য চেষ্টা, যৌতুকের জন্য হত্যা, আত্মহত্যার প্ররোচনা আর যৌন নিপীড়নের মতো গুরুতর অপরাধে ঢাকা জেলার পাঁচটি ট্রাইব্যুনালে ২০০২ সাল থেকে ২০১৬ সালের অক্টোবর পর্যন্ত দায়ের হওয়া ৭ হাজার ৮৬৪টি মামলার প্রাথমিক তথ্য তুলে ধরা হয়েছে। যার মধ্যে নিষ্পত্তি হয়েছে ৪ হাজার ২৭৭টি মামলা, সাজা হয়েছে ১১০ টি মামলায়। অর্থাৎ বিচার হয়েছিল ৩ শতাংশের কম ক্ষেত্রে। বাকি ৯৭ শতাংশ মামলার আসামী হয় বিচার শুরু হওয়ার আগে অব্যাহতি পেয়েছে, নয়তো পরে খালাস পেয়েছে।

[৭০] নারী ও শিশুরা বিচার পায় না/ প্রথম আলো ৮ মার্চ ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1445731/

[৭১] গুরুদাসপুরে এক নারীকে বিবস্ত্র করে পিটিয়ে হাত ভেঙে দেয়ার অভিযোগ আ'লীগ কর্মীর বিরুদ্ধে/ নয়াদিগন্ত ৭ মে ২০১৮/ http://m.dailynayadiganta.com/detail/news/316255

[৭২] Two Tripura girls killed after rape / নিউ এজ, ২০ মে ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/41612/two-tripura-girls-killed-after-rape

গত ১৩ মে লালমনিরহাট জেলার আদিতমারি উপজেলায় ৫০ হাজার টাকা যৌতুক না দেয়ায় শরিফা রহমান নামে এক গৃহবধুর ওপর অত্যাচার করে তাঁর বা পায়ের রগ কেটে দেয় তাঁর স্বামী আবদুর কাদের এবং তার পরিবারের সদস্যরা।[৭৩]

৪৫.মে মাসে ২ জন মেয়ে শিশু এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

গত ১৪ মে ভোলা সদর উপজেলায় উত্তর দীঘলদী ইউনিয়নে গভীর রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় তানজিম আক্তার (১৬) ও তাঁর ছোট বোন মারজিয়া (৮) এর ওপর অজ্ঞাত এক দুর্বৃত্ত এসিড ছুড়ে মেরে পালিয়ে যায়।[৭৪]

‘বাল্যবিবাহ নিরোধ আইন ২০১৭’ বাল্য বিবাহের সম্ভবনাকে বাড়িয়ে তুলেছে

৪৬.বাংলাদেশে বাল্যবিবাহের হার অত্যন্ত উদ্বেগজনক।[৭৫] ২০১৭ সালের ২৭ ফেব্রুয়ারি জাতীয় সংসদে বিশেষ প্রেক্ষাপটে অপ্রাপ্ত বয়সের ছেলেমেয়েদের বিয়ের বিশেষ বিধান রেখে ‘বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল-২০১৭’ পাস হয়। ফলে অপ্রাপ্ত বয়স্ক বিশেষত: মেয়ে শিশুদের বিয়ের বৈধতা দিয়েছে আইনের এই বিশেষ ১৯ ধারা। বাংলাদেশের মত ভয়াবহ বাল্যবিবাহ প্রবণ দেশে যেখানে ১৯২৯ সালের বাল্যবিবাহ নিরোধ আইনে মেয়েদের বিয়ের বয়স ১৮ এবং ছেলেদের বয়স ২১ থাকা সত্ত্বেও বাল্য বিবাহ রোধ করা যায়নি; সেখানে এই আইনটিতে ২০১৭ সালে সংযোজিত এই বিশেষ ধারাটির সুযোগে বাল্য বিবাহের সংখ্যা বেড়ে যাওয়ার পরস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে।[৭৬]

প্রতিবেশী দেশঃ ভারত এবং মিয়ানমার

বাংলাদেশের ওপর ভারতের আগ্রাসন

৪৭.অতীত এবং বর্তমান সময়ের ঘটনাগুলো বিশ্লেষণ করতে দেখা যায় যে, ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারি’র মতো অস্বচ্ছ ও প্রহসনমূলক নির্বাচনকে ভারত সরকার সরাসরি সমর্থন দেয়ার মধ্যে দিয়ে বাংলাদেশের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।[৭৭] জনগণের ভোটবিহীন নির্বাচন ও এর ভিত্তিতে সরকার গঠন বাংলাদেশে ব্যাপক রাজনৈতিক সঙ্কটসহ মানবাধিকার লঙ্ঘনের কারন হয়ে দাঁড়িয়েছে। ভারত

[৭৩] Wife’s tendon severed for dowry / নিউ এজ, ১৫ মে ২০১৮/ http://www.newagebd.net/article/41234/wifes-tendon-severed-for-dowry

[৭৪] ভোলায় এসিডে ঝলসে গেল ঘুমন্ত দপন বোন/ ইত্তেফাক, ১৬ মে ২০১৮

[৭৫] বাংলাদেশে বাল্যবিবাহ বেড়েছে/ প্রথম আলো ৭ মার্চ ২০১৮/ http://en.prothomalo.com/bangladesh/news/172370/Child-marriage-increases-in-Bangladesh-UNICEF

[৭৬] বাল্যবিবাহ নিরোধ বিল পাস: বিশেষ ক্ষেত্রে পুরুষদের বিয়েও ১৮ বছরের আগে/ যুগান্তর ২৮ ফেব্রুয়ারি ২০১৭/ www.jugantor.com/first-page/2017/02/28/104781/

[৭৭] ২০১৪ সালের ৫ জানুয়ারির বিতর্কিত নির্বাচনের আগে বাংলাদেশের প্রায় সবকটি রাজনৈতিক দল নির্বাচনটি বয়কটের সিদ্ধান্ত নেয়। তখন তৎকালীন ভারত সরকারের পররাষ্ট্র সচিব সুজাতা সিং বাংলাদেশে আসেন এবং সেই সময় নির্বাচন বর্জনের সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী জাতীয় পার্টিকে নির্বাচনে আনার জন্য চেষ্টা করে সফল হন। জাতীয় পার্টির সদস্যরা এখন বর্তমান সরকারের মন্ত্রী এবং একই সঙ্গে জাতীয় সংসদে বিরোধী দলে থেকে অদ্ভুত একটি অকার্যকর সংসদীয় ব্যবস্থার জন্ম দিয়েছে। www.dw.com/bn/নির্বাচন-না-হলে-মৌলবাদের-উত্থান-হবে/a-17271479

সরকার বিভিন্নভাবে বাংলাদেশের ওপর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য বিস্তার করেছে। এরই অংশ হিসেবে অন্যান্য চুক্তির মতো বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তির জন্য মোট চারটি সমঝোতা স্মারক সই হয়েছে। ভারত বাংলাদেশ সরকারকে প্রতিরক্ষা খাতে ৫০ কোটি ডলার ঋণ দিয়েছে। কিভাবে সেই অর্থ ব্যয় হবে তার রূপরেখা ঠিক করা ছাড়াও সই হয়েছে আরো তিনটি সমঝোতা স্মারক। প্রতিরক্ষা খাতে ভারত যে ৫০ কোটি ডলার ঋণ দিচ্ছে তার প্রায় ৬৫ শতাংশ দিয়ে বাংলাদেশকে ভারত থেকে সামরিক সরঞ্জাম কিনতে হবে এবং প্রায় ৩৫ শতাংশ দিয়ে বাংলাদেশ তৃতীয় দেশ থেকে সামরিক সরঞ্জাম কিনতে পারবে। তবে সে ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে ভারতের অনুমতি নিতে হবে।[৭৮]

৪৮. এমনিতে ভারত অস্ত্র উৎপাদনকারী দেশ নয়। ভারত নিজেই অন্যদেশ থেকে অস্ত্র আমদানী করে। এক্ষেত্রে এই ধরনের ঋণ চুক্তির ফলে বাংলাদেশ কতোটা লাভবান হবে এবং বাংলাদেশের সেনাবাহিনী কি ধরনের অস্ত্র পাবে তা ভেবে দেখার বিষয়- কারণ বাংলাদেশকে এই টাকা ভারতকে ফেরৎ দিতে হবে। একদিকে বাংলাদেশ যখন ভারতের সঙ্গে প্রতিরক্ষা চুক্তি করছে অন্যদিকে ভারতের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ এর সদস্যরা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বেআইনীভাবে অনুপ্রবেশ, হত্যা, নির্যাতন ও লুটপাট অব্যাহত রেখেছে, যা আন্তর্জাতিক আইন ও মানবাধিকারের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন।

গত ৩০ এপ্রিল কুড়িগ্রাম জেলার ফুলবাড়ির কৃষ্ণানন্দ বকসি সীমান্তে বংলাদেশের নোম্যান্স ল্যান্ডে বারোমাসিয়া নদীর তীরে স্কুলছাত্র মোহাম্মদ রাসেল মিয়া (১৪) ঘাস তুলতে গেলে ভারতীয় ৩৮ বিএসএফ ব্যাটালিয়নের নারায়ণগঞ্জ ক্যাম্পের সদস্যদের ছোঁড়া রাবার বুলেটের আঘাতে তার মুখমণ্ডল গুরুতর আঘাতপ্রাপ্ত হয়। পরবর্তীতে তাকে ঢাকায় জাতীয় চক্ষু বিজ্ঞান ইনস্টিটিউট হাসপাতালে তাকে ভর্তি করা হয়। চিকিৎসকের বরাত দিয়ে তার ভগ্নিপতি মোয়াজ্জেম হোসেন জানান, রাসেল তার ডান চোখের দৃষ্টি হারাতে চলেছে।[৭৯]

মোহাম্মদ রাসেল মিয়া, ছবি: নয়া দিগন্ত, ৯ মে ২০১৮

[৭৮] বাংলাদেশ-ভারত প্রতিরক্ষা সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর/ প্রথম আলো ১২ মে ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1487351/

[৭৯] বিএসএফের বুলেটে আহত রাসেল ডান চোখের দৃষ্টি হারাতে চলেছে/ নয়াদিগন্ত ৯ মে ২০১৮/ http://dailynayadiganta.com/detail/news/316878

৪৯. এদিকে বাংলাদেশ সরকার তিস্তা পানি চুক্তির বিষয়টি প্রধানমন্ত্রীর ভারত সফরের এজেন্ডায় আনতে ব্যর্থ হয়েছে। গত ২৬ মে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাঁর দু'দিনের ভারত সফরের শেষ দিন কোলকাতায় পশ্চিমবঙ্গের মূখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জীর সঙ্গে বৈঠক করেন। সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে মমতা ব্যানার্জী বলেন, দুই বাংলার বিভিন্ন ইস্যুতে সফল ও ইতিবাচক আলোচনা হয়েছে। কিন্তু তিস্তা নদীর পানিবন্টন নিয়ে চুক্তির কোন আলোচনা হয়েছে কিনা তা তিনি এড়িয়ে যান।[৮০]

রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠির ওপর গণহত্যা

৫০. রাখাইনে রোহিঙ্গাদের ওপর মিয়ানমার সেনাবাহিনীর গণহত্যা একটি দীর্ঘ প্রক্রিয়ার ফসল। রোহিঙ্গারা কয়েক দশক ধরে নির্মম অত্যাচার এবং অবিচারের শিকার হয়ে আসছে। *অধিকার* বাংলাদেশের শরণার্থী শিবিরগুলোতে যেয়ে মিয়ানমারের বিভিন্ন গ্রাম থেকে আসা রোহিঙ্গা শরনার্থী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের সাক্ষাৎকার নিচ্ছে।

৫১. *অধিকার* মে মাসে মিয়ানমারের রাথিডং শহরের সু প্রাং গ্রামের **১১** জন ভিকটিমের তথ্য সংগ্রহ করেছে। এঁদের মধ্যে ধর্ষণের শিকার একজন নারী (২০) *অধিকার*কে জানান, জন্ম থেকেই তিনি দেখে আসছেন যে, মিলিটারি ও স্থানীয় বৌদ্ধ চরমপন্থিরা রোহিঙ্গাদের পড়াশোনা করতে দিতো না, শহরে কিংবা পাশের গ্রামে এমনকি কিছু কিছু ক্ষেত্রে একই গ্রামের অন্য পাড়ায়ও যেতে দিতো না। এছাড়া ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলা, বিয়ে করা, সন্তান ধারণ, সম্পত্তির মালিকানা ও ক্লিনিকে চিকিৎসা সুবিধাও পাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বাধা নিষেধ ছিল। ২৭ অগাস্ট ২০১৭ মিয়ানমার মিলিটারি বৌদ্ধ চরমপন্থিদের সঙ্গে নিয়ে তাঁদের পাড়ায় হামলা করে ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেয় ও হত্যাযজ্ঞ চালায়। এই সময় তাঁকেসহ আরো ২০-২৫ জন নারীকে স্থানীয় একটি স্কুলে নিয়ে গিয়ে ধর্ষণ করে।

৫২. *অধিকার* মনে করে, মিয়ানমার সরকার কর্তৃক প্রণীত প্রত্যাবাসন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে রোহিঙ্গা শরণার্থীদেরকে পর্যাপ্ত নিরাপত্তা এবং সম্মানের সাথে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো সবচেয়ে জটিল কাজ। তাছাড়া রোহিঙ্গাদের ফেরত নেয়ার বিষয়ে গঠন করা বাংলাদেশ ও মিয়ানমারের যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপের আলোচনাতে কোনো সুফল নেই। অধিকার আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে (আইসিসিতে) মিয়ানমারকে গণহত্যার দায়ে অভিযুক্ত করার ব্যাপারে বাংলাদেশসহ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে উদ্যোগ নিতে আহ্বান জানাচ্ছে।

৫৩. এদিকে বাংলাদেশে পালিয়ে আসার পর বিভিন্ন ক্যাম্পে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের এই বর্ষা মৌসুমে বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এর প্রেক্ষিতে আগামী দুই মাসের মধ্যে এক লাখ রোহিঙ্গাকে নোয়াখালীর ভাসানচরে সরিয়ে নেয়া হবে বলে জানিয়েছেন ত্রাণ ও দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা মন্ত্রণালয়ের

[৮০] Silence on Teesta / ডেইলি স্টার, ২৭ মে ২০১৮/ https://www.thedailystar.net/frontpage/silence-teesta-1582186 এবং শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠক শেষে মমতা; এড়িয়ে গেলেন তিস্ড়া চুক্তি প্রসঙ্গ/ যুগান্তর, ২৭ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/first-page/53080/

সচিব এসএম শাহ কামাল।[৮১] যদিও বিভিন্ন সময় *অধিকারসহ* বিভিন্ন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থা ও মিডিয়া রোহিঙ্গাদের সাময়িকভাবে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে বেছে নেয়া ভাসানচরকে 'ঝুঁকিপূর্ণ' বলে মন্তব্য করেছে।[৮২]

৫৪.গত ১৬ মে ২০১৮ ইউনিসেফ বলেছে, গত বছর আগস্টে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে সহিংসতার পর বাংলাদেশে আশ্রয় নেয়া রোহিঙ্গাদের মধ্যে কমপক্ষে ষোল হাজার শিশু জন্ম নিয়েছে। বাংলাদেশে ইউনিসেফের প্রতিনিধি এডুয়ার্ড বেইগবেদার বলেছেন, নিজ দেশ থেকে দূরে ভয়াবহ অবস্থার মধ্যে প্রতিদিন জীবনের প্রথম নিঃশ্বাস নিচ্ছে প্রায় ৬০টি শিশু। তারা জন্ম নিচ্ছে সেইসব মায়ের গর্ভে যাঁরা ধর্ষণের শিকার, বাস্তুচ্যুত, সহিংসতার শিকার এবং আতঙ্কগ্রস্ত। বেইগবেডার বলেন, নতুন জন্ম নেয়া রোহিঙ্গা শিশু, যারা ধর্ষণের কারণে জন্ম নিচ্ছে তাদের প্রকৃত সংখ্যা জানা অসম্ভব ব্যাপার। তবে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ যে, যেসব মা সন্তান জন্ম দিতে যাচ্ছেন এবং জন্ম নেয়া প্রতিটি শিশু যেন জন্ম নেয়ার পর পর্যাপ্ত সহায়তা ও সেবা পায়। যদিও সুষ্ঠুভাবে জীবনের সূত্রপাত ঘটার পরিবেশ থেকে এসব আশ্রয় শিবির অনেক দূরে।[৮৩]

মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা

৫৫.সরকার *অধিকার* এর ওপর হয়রানি অব্যাহত রেখেছে। মানবাধিকার কর্মী যাঁরা বর্তমানে নিপীড়নমূলক পরিস্থিতিতে সাহসের সঙ্গে নিরপেক্ষভাবে তথ্য সংগ্রহ করছেন তাঁরা বিভিন্নভাবে হয়রানির সম্মুখিন হচ্ছেন।[৮৪] নানা প্রতিকূলতার মধ্যেও *অধিকার* প্রতি মাসে মানবাধিকার প্রতিবেদন প্রকাশ করছে। ২০১৩ সালের ১০ অগাস্ট রাতে ৫ মে শাপলা চত্বরে হেফাজত ইসলামের সমাবেশে হামলা চালিয়ে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ঘটানোর প্রতিবেদন প্রকাশ করায় গোয়েন্দা শাখা (ডিবি) পুলিশের সদস্যদের পরিচয়ে *অধিকার* এর সেক্রেটারি আদিলুর রহমান খানকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় এবং পরে আদিলুর রহমান খান এবং *অধিকার* এর পরিচালক এএসএম নাসির উদ্দিন এলানকে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত করা হয়। পরবর্তীতে আদিলুর এবং এলানকে কারাগারে যথাক্রমে ৬২ ও ২৫ দিন বন্দী করে রাখা হয়, যাঁরা এখন জামিনে আছেন। প্রতিনিয়তই *অধিকার* এর কর্মীবৃন্দ এবং *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সারাদেশের মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের ওপর গোয়েন্দাদের নজরদারী চলছে এবং মানবাধিকার কর্মকাণ্ডে বাধা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

[৮১] 'দুই মাসের মধ্যে ভাসানচরে যাবে ১ লাখ রোহিঙ্গা'/যুগান্তর, ২০ মে ২০১৮/ https://www.jugantor.com/todays-paper/news/50593

[৮২] 'রোহিঙ্গা পুনর্বাসন ঠেঙ্গারচর ঝুঁকিপূর্ণঃ রয়টার্স'/ প্রথম আলো, ৩ ফেব্রুয়ারি ২০১৮/ www.prothomalo.com/bangladesh/article/1073483

[৮৩] 'রোহিঙ্গা ক্যাম্পে দিনে ৬০ শিশুর জন্ম'/মানবজমিন, ১৮ মে ২০১৮/ www.mzamin.com/article.php?mzamin=117817&cat=2

[৮৪] তথ্য সংগ্রহ করতে যেয়ে ২০১৬ সালে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ভোলার মানবাধিকার কর্মী আফজাল হোসেন আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর হাতে গুলিবিদ্ধ হয়ে গুরুতর আহত হন[৮৪] এবং ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সিরাজগঞ্জের মানবাধিকার কর্মী আবদুল হাকিম শিমুল ক্ষমতাসীনদলের নেতা শাহজাদপুর পৌরসভার মেয়র এবং জেলা আওয়ামী লীগের সাংগঠনিক সম্পাদক হালিমুল হক মিরু'র গুলিতে নিহত হন। কুষ্টিয়া ও মুন্সীগঞ্জ জেলায় *অধিকার এর* সঙ্গে সংশ্লিষ্ট তিনজন মানবাধিকার কর্মী তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত আইন ২০০৯ এর ৫৭/১ ধারায়) এ অভিযুক্ত হয়ে কারাগারে বন্দি ছিলেন।

৫৬. এছাড়া মানবাধিকার সংক্রান্ত সমস্ত কার্যক্রম ব্যাহত করার জন্য চার বছর ধরে সবগুলো প্রকল্পের অর্থছাড় বন্ধ করে রাখা, *অধিকার এর* নিবন্ধন নবায়ন না করা এবং নতুন কোন প্রকল্পের অনুমোদন সম্পূর্ণভাবে বন্ধ রেখেছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। ২০১৩ সালে *অধিকার* এর ওপর সরকারি নিপীড়ন শুরু হলে স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকও *অধিকারকে* বিভিন্নভাবে হয়রানি করতে থাকে। বর্তমানে *অধিকার* এর সমস্ত একাউন্ট স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক স্থগিত করে রেখেছে। এইভাবে বর্তমান সরকার মানবাধিকার লঙ্ঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার কণ্ঠ *অধিকারকে* হেনস্থা করেই চলেছে এবং এর বিরুদ্ধে মিথ্যা প্রচারণা অব্যাহত রেখেছে।

সুপারিশ

১. অবিলম্বে একটি নিরপেক্ষ তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে অথবা জাতিসংঘের সরাসরি তত্ত্বাবধানে অবাধ, সুষ্ঠু এবং অংশগ্রহণমূলক নির্বাচনের মাধ্যমে জবাবদিহিতামূলক সরকার প্রতিষ্ঠা করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। সরকারের আজ্ঞাবহ ব্যক্তিদের কমিশন থেকে বাদ দিয়ে নির্বাচন কমিশন পূর্ণগঠন করতে হবে ।

২. দমনমূলক অসাংবিধানিক এবং অগণতান্ত্রিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে। বিরোধীদল ও ভিন্নমতাবলম্বীদের সমাবেশ করার অধিকার ফিরিয়ে দিতে হবে। বিরোধী রাজনৈতিক দল এবং ভিন্নমতাবলম্বীদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়রানি ও গ্রেফতার অভিযান বন্ধ করতে হবে এবং অজ্ঞাতনামা আসামীদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা যা হয়রানীমূলক, তা তুলে নিতে হবে। কোটা সংস্কার নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর সরকারী দলের ছাত্র সংগঠনের দমন-পীড়ন বন্ধ করতে হবে।

৩. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় কর্মী-সমর্থকদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

৪. বিচারবিভাগের ওপর সরকারের হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে বিচার বিভাগ নিয়ন্ত্রণের কর্মকাণ্ড থেকে নিবৃত হতে হবে।

৫. মাদক বিরোধী অভিযানের নামসহ যে কোন অজুহাতে সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করতে হবে। বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থা গুলোর সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।

৬. সরকারকে নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে এবং নির্যাতন ও হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন ২০১৩ বাস্তবায়ন করতে হবে এবং রিমান্ডের নামে নির্যাতন বন্ধের জন্য ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ মামলায় হাইকোর্ট ও আপিল বিভাগের নির্দেশনা মেনে চলতে হবে।

৭. সরকারকে জাতিসংঘের মানবাধিকার কমিটির ১১৯তম সভার সুপারিশগুলো মানতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের আন্তর্জাতিক নীতিমালা Basic Principles on the use of Force and Firearms by Law Enforcement officials and the UN Code of Conduct for Law Enforcement officials মেনে চলতে হবে।

৮. জাতিসংঘের মানবাধিকার কাউন্সিলে ইউনিভার্সাল পিরিওডিক রিভিউ'র ওয়ার্কিং গ্রুপের ৩০তম সেশনে ৩য় দফায় বাংলাদেশের ইউপিআর পর্যালোচনায় সদস্যরাষ্ট্রগুলোর সকল সুপারিশ অবিলম্বে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করতে হবে।

৯. গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। গুম হওয়া ব্যক্তিদের তাঁদের স্বজনদের কাছে ফেরত দিতে হবে। গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। অবিলম্বে গুম হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করতে হবে।

১০. মতপ্রকাশ ও গণমাধ্যমের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে। আমার দেশ পত্রিকা, দিগন্ত টিভি, ইসলামিক টিভি ও চ্যানেল ওয়ান টিভির ওপর থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) ও ১৯৭৪ সালের বিশেষ ক্ষমতা আইনসহ সমস্ত নির্বতনমূলক আইন অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। সরকারকে প্রস্তাবিত ডিজিটাল সিকিউরিটি এ্যাক্টকে আইনের রূপ দেয়া থেকে বিরত থাকতে হবে।

১২. তৈরি পোশাক শিল্পকারখানাসহ সমস্ত কারখানায় ট্রেড ইউনিয়ন করার অধিকার নিশ্চিত করাসহ আইএলও কনভেনশন অনুযায়ী শ্রমিকদের অধিকার বাস্তবায়ন করতে হবে। নারী শ্রমিকদের যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে কারখানাগুলোয় যৌন হয়রানী প্রতিরোধ কমিটি করতে হবে। নির্মাণ শিল্পসহ অন্যান্য ইনফরমাল সেক্টরের শ্রমিকদের বৈষম্য রোধসহ তাদের কাজের সুষ্ঠু পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে এবং তাদের কাজের সুষ্ঠু নীতিমালা তৈরি করতে হবে।

১৩. নারী ও শিশুদের প্রতি সহিংসতা বন্ধে আইনের যথাযথ প্রয়োগের মাধ্যমে দ্রুত বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে। সরকার দলীয় দুর্বৃত্তরা যারা নারীদের ওপর হামলা চালাচ্ছে তাদের দায়মুক্তি দেয়া চলবে না এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে নারীর ওপর সহিংসতা বন্ধে নিয়মিত সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১৪. ভারতকে অবশ্যই বাংলাদেশের ওপর তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক আধিপত্য বিস্তার এবং সীমান্তে বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় বিএসএফ বাহিনী কর্তৃক হত্যা নির্যাতনসহ সব ধরণের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে এবং ভিক্টিমদের ক্ষতিপূরণ দিতে হবে। বাংলাদেশে প্রাণ-পরিবেশ ধ্বংসের সম্ভাবনা সৃষ্টিকারী রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ বন্ধ করা এবং অসম বাণিজ্যে ভারসাম্য আনতে হবে।

১৫. *অধিকার* রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর সদস্যদের জীবন ও অধিকার রক্ষার্থে অবিলম্বে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে জাতিসংঘের উদ্যোগে শান্তি প্রতিষ্ঠা ও রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর পূর্ণ রাজনৈতিক ও নাগরিক অধিকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানাচ্ছে। এছাড়া জাতিসংঘের তত্ত্বাবধানে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কার্যকর উদ্যোগ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছে। *অধিকার* আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে মিয়ানমার সরকারের ওপর কঠোর চাপ প্রয়োগ করে রোহিঙ্গা জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করতে এবং সেই সঙ্গে মানবতাবিরোধী অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত মিয়ামার সেনাবাহিনী, চরমপন্থী বৌদ্ধসহ অন্যান্য দায়ীদের বিচারের জন্য আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের আওতায় আনার দাবি জানাচ্ছে।

১৬. *অধিকার* এর সেক্রেটারি এবং পরিচালক এর বিরুদ্ধে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯) এ দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে হবে। *অধিকার* এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মানবাধিকার রক্ষাকর্মীদের হয়রানি করা বন্ধ করতে হবে এবং সরকারকে অবিলম্বে *অধিকার এর* মানবাধিকার কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার জন্য তহবিল ছাড় করতে হবে।